ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 October, 2020 ■ আগরতলা, ৫ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ২০২০
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

সিষ্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

চব্বিশ ঘন্টায় গোটা দেশে করোনা আক্রান্ত ৭৫৮২৯

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.)।। গোটা দেশজুড়ে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৫৮২৯। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৬৫ লাখের গণ্ডি। দেশজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৫, ৪৯, ৩৭৪। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯, ৩৭, ৬২৫। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫৫, ০৯, ৯৬৭। মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত ১, ০১, ৭৮২।

ত্রিপুরায় মৃত্যু আরও ছয়জনের

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ৭, ৮৯, ৯২, ৫৩৪ পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু শুক্রবারেই করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১১, ৪২, ১৩১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দ্রুততার সঙ্গে পরীক্ষা করার কারণে আক্রান্তদের চিহ্নিত করার কাজ সহজ হয়ে গিয়েছে। এতে করে জীবনহানির ঘটনাও কম হচ্ছে। জানুয়ারি মাসে গোটা দেশে যেখানে একজনকে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে বর্তমানে অক্টোবর পর্যন্ত ৭. ৭ কোটি করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।বিপুল পরিমাণ করোনা পরীক্ষার জন্য সংক্রমণ কম ছড়িয়ে পড়ছে।

দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষা ফের বাড়ল ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১.৪২ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭.৮৯ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৪২,১৩১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ অক্টোবর (শনিবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৭,৮৯,৯২,৫৩৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহে ভারতের ২৫টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে গৃহবধূ ও পানীসাগরে স্কুলছাত্রীর ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ অক্টোবর।। চড়িলাম ছেচড়িমাই এলাকায় ফাঁসিতে আত্মঘাতি এক মাঝবয়সি গৃহবধূর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীর্ঘ তিন বছর আগে সামাজিক রীতিনীতি মেনে মেলাঘর থানার অন্তর্গত নলছড়ের বাসিন্দা বাবুল দাসের মেয়ের বিয়ে হয় ছেচুড়ীমাই এলাকার যুবক বিশ্বজিৎ দেবনাথ এর সাথে। কিন্তু গতকাল রোজ শনিবার বিশ্বজিৎ এর নিজ ঘরে সাথী দেবনাথ এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ।

সাথী দেবনাথ এর বাপের বাড়ির অভিযোগ যেহেতু দীর্ঘ অনেক বছর ধরে বিশ্বজিৎ অন্য এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক তাই উনার মেয়েকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছেন।অভিযোগ মুলে বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার মহামান্য আদালত আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার অনুমতি দেন। মৃতা সাথীর পরিবারের অভিযোগ মুলে বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা নেওয়া হয়েছে।মামলা নম্বর হলো ৪৯৮এ,৩০২,৩৪ আইপিসি। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার পানিসাগর থানা এলাকার উপ্তাকালী এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় মাস পর আজ থেকে রাজ্যে পুনরায় চালু হচ্ছে যাত্রীরেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। দীর্ঘ ছয় মাস বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ যাত্রী ট্রেন চলাচল। আগরতলা- ধর্মনগর, ধর্মনগর- আগরতলা , আগরতলা — সাব্রুমের মধ্যে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ৬ জোড়া ডেমো ট্রেন ও সপ্তাহে চার দিন চার জোড়া যাত্রী ট্রেন চলবে। বর্তমানে কোভীড ১৯ পরিস্থিতিতে যাত্রীদের কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে ট্রান যাত্রার সময়। ষ্টেশন গুলিতে থাকবে থার্মাল স্ক্রীনিং এর ব্যবস্থা।

যাত্রী বিধি মেনে চলাচল করা ও সতর্ক থাকার জন্য প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে। সমস্ত জেলা শাসকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাত্রী চলাচলের জন্য ষ্টেশন গুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ যাত্রী ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার আগে রবিবার আগরতলা ষ্টেশনে দেখা গেল জোর কদমে সাফাই করতে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারন মানুষ জানান তারা জানতে পেরেছেন আবার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ যাত্রী ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে।

সোমবার সকালে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে এই ট্রেন ছাড়বে। অন লাইনে কেউ টিকিট কাটতে পারেন। নতুবা ট্রেন ছাড়ার দুই ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে এসে ট্রেনের টিকিট কাটতে পারেন যাত্রীরা। লক ডাউনের কারনে অনেক দিন বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল। এই ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় তাদের সময় সাশ্রয় হবে। বাসে গেলে সময় বেশী লাগত। এর উপর ভাড়া ছিল বেশী। কিন্তু ৬ মাস পর ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় অনেকেই খুশী ব্যক্ত করেন।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাস, প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় সূত্রে প্রেমিকের হাত ধরে প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে চরম পরিণতি হলো এক যুবতীর। যুবতীদের বাড়ি রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায়। ভন্ড প্রেমিকের বাড়ি তেলিয়ামুড়া এলাকায়।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় ঘটে ছিল।সেই সূত্র ধরেই তাদের সম্পর্ক ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে। যুবতীটিকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই যুবক যুবতীকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রায় এক মাস সহবাস করার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটিও রাজনৈতিক খুন হয়নি। কিন্তু রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম দাবি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৪ টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। বরং বিরোধী দলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শাসক দলের কর্মীরা আহত হচ্ছেন। তাদের চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আর সন্ত্রাস কাকে বলে সেটা বিগত বাম আমলে রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে তৎকালীন সময়ের সন্ত্রাসের পরিসংখ্যান ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরা হবে। এমনকি ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে মাফিয়া রাজ চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। কিছু সিপিআইএম নেতা তার মদত দিতে চেষ্টা করছে। আর যারা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলতা ভাঙতে চেষ্টা করবে তাদের ছাড়া হবে না।

রবিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের সিপিএম আমলের মাফিয়ারা কার সাথে ছিল এবং তাদের পরিচয় কি তা হয়তো রাজ্যবাসী ভুলেনি। পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে বর্তমান সরকার। অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি চায় পূর্বে রাজ্যের সিপিআইএম যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তার পরিবর্তন। আর বর্তমানে যেসব সন্ত্রাস ঘটছে রাজ্যে তার সাথে শাসক দলের কর্মীরা জড়িত এমন কোন প্রমাণ করে দেখাতে পারবে না রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম।

কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা পূর্বের সিপিআইএমের সংস্কৃতি বদলে দিতে চাইছে। কারণ সিপিআইএম গণতন্ত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হত্যার লক্ষ্যে মহিলার শরীরে ছুরি চালিয়ে জখম করল চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর।। এক গাড়ি চালকের ছুরির আঘাতে প্রাণে মারার চেষ্টা এক গৃহবধূকে। ঘটনা চম্পকনগর থানাধীন চন্দ্র সাধু পাড়া এলাকায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গুরুতর আহত মহিলার নাম প্রতিমা সরকার (৩৭) , ওই মহিলার বাড়ি মোহরছড়া এলাকায় বলে জানা যায়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মহিলাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ, চম্পকনগর থানাধীন চন্দ্র সাধু পাড়া এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে কোন এক গাড়ি চালক নাকি প্রতিমা সরকারকে ছুরির আঘাতে প্রাণে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তারপর ওই মহিলাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। সেই সময় আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া আসার পথে একটি ম্যাক্স গাড়ি চালক গুরুতর আহত রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে দেখতে পেয়ে নিজ গাড়িতে করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহত অবস্থায় প্রতিমা সরকারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

উক্ত ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। জানা গেছে উক্ত মহিলার কল্যাণপুর থানাধীন মহোরছড়া বাজার এলাকায় মোদি দোকান রয়েছে। উক্ত ঘটনায় এলাকা জুড়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কোন গাড়ির চালক কেন কোন মহিলাকে ছুরিকাঘাত করবে? আর ওই গাড়ির চালকের সাথে মহিলার সম্পর্কই বা কি? নাকি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের ঈশানপুর এলাকায় স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে স্বামী। আহত স্বামীর নাম সেন্টু ওরাং। অভিযুক্ত স্ত্রীর নাম সবিতা ওরাং।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে স্বামী সেন্টু ওরাং প্রতিনিয়ত আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে এসে স্ত্রী সবিতা ওরাং কে মারধর করতো।

শনিবার রাত দশটা নাগাদ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ড বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। বাক-বিতণ্ডার জেরে স্ত্রী সবিতা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত পায়ে আঘাত করে। তাতে স্বামী সেন্টু ওরাং গুরুতরভাবে আহত হয়।স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় সেন্টু ওরাং কে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন।

খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে গুরুতর আহত রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেন্টু ওরাং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ অক্টোবর।। স্ত্রীর অশ্লীল ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার কারনে স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ স্ত্রীর। ঘটনা আর কে পুর থানার পিত্রা এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় স্বামী মনিরুল ইসলাম স্থির অশ্লীল ছবি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে স্ত্রীকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে এবং প্রথমা স্ত্রী সন্তান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করে মনিরুল ইসলাম।

উদয়পুর আর কে পুর মহিলা থানায় দ্বারস্থ হয় স্ত্রী নেহরা বিবি, সেখানে কর্তৃপক্ষ পুলিশ অফিসারকে সমস্ত বিষয় জানিয়ে অভিযোগ করলে কেউই সাহায্য করে নি, বরং নেহারা বিবিকে কাকড়াবন থানা যাওয়ার জন্য বলা হয় কেননা মনিরুল ইসলামের বাড়ি কাকড়াবন থানা কুশা মারা

উদয়পুর

এলাকায়। সে কথা অনুযায়ী নেহারা বিবি ছুটে যায় কাকড়াবন থানাতে সেখানেও কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার পুনরায় তাকে উদয়পুর মহিলা থানা যাওয়ার জন্য বলে, এইভাবে একের পর এক থানাতে অজুহাত দেখিয়ে নেহারা বেবিকে বারবার ঘুরিয়ে দেয়।

পরবর্তী সময় বাধ্য হয়ে কাকড়াবন থানায় চজ্জট্ট নিয়ে উদয়পুর মহিলা থানা ফরওয়ার্ডিং করে দেয়। উদয়পুর মহিলা থানা পরবর্তী সময় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নেয়। সেই মামলায় তদন্ত দায়িত্ব দেয় ডিএসপি অরিন্দম রিয়াং এর হাতে। মামলা নেওয়ার তিন চার মাস অতিক্রম হয়ে গেলেও পুলিশের কোন ভূমিকায় দেখা যায় না। এদিকে থানায় মামলা হতেই মনিরুল ইসলাম বারবার হুমকি দেয় স্ত্রী নেহারা বিবি এবং তার মেয়ের স্বামীর বাড়িতেও।

বিতর্কিত মুহুরি চর পরিদর্শন করলেন নবনিযুক্ত বাংলাদেশস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ অক্টোবর।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী আগরতলা থেকে বিলোনিয়া সফরে আসেন রবিবার দুপুরে। প্রথমে তিনি কালিনগরস্থিত গঙ্গা মা আশ্রম পরিদর্শন করার পর বিলোনিয়া মহুরি ঘাট আন্তঃশুল্ক বানিজ্য পরিদর্শন করেন। এরপর বিতর্কিত মুহুরী চর পরিদর্শন করেন বিলোনিয়া বিওপি দিয়ে।

সেখানে তিনি বিএসএফ এর অধিকারীদের সাথে কথা বলেন বিতর্কিত মুহুরী চরের সীমানা সম্পর্কে অবগত হন। কিছুক্ষন আলাপ আলোচনা করে ভারত বাংলা কাঁটাতারের সীমানা সহ বিলোনিয়া বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলা কাঁটা ারের ওপারের মুহুরী নদীর চর পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন কালে সফর সঙ্গী ছিলেন বিক্রম দুরাইস্বামীর জায়া, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা সহ

প্রশাসনিক উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

সেখান থেকে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে আসার পর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী বলেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক আছে সেটাকে আরো সুদৃঢ় এবং ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের যে আত্মিক সম্পর্ককে অটুট রাখতে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে আমার কাজ। ব্যাবসা, বানিজ্যকে দুই দেশের মধ্যে সুদুর প্রসারী করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করা হবে।

ভারত বাংলা এই দুই দেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট রাখতে সেই ভাবে কাজ করে যাবেন বলেও জানান। আগামীকাল তিনি আখাউড়া সীমান্তের স্থলবন্দর দিয়ে ঢাকাতে ভারতের দূতাবাসে পরবর্তী হাইকমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নেবেন ডুরাই স্বামী।

খোয়াইয়ে ব্রাউন সুগারসহ আটক তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। খোয়াইয়ের লাল টিলা এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ তিন যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। তাদের কাছ থেকে ৭৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তিন যুবক নেশা সামগ্রী নিয়ে লালটিলা এলাকায় বেপরোয়া ভাবে ঘোরাফেরা করছিল।

বিষয়টি স্থানীয় জনগণের নজরে আসতেই তার আক্ষয় থানার পুলিশকে খবর দেন। তিনজনকে আটক রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ছুটে আসে।তাদেরকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে সাড়ে ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে কয় থানার পুলিশ। জানা গেছে তারা ব্রাউন সুগার বিক্রি করে চলছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই চক্রটি লাল টিলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল।নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে খোয়াই থানার পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৪ ▫ ৫ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ১৮ আশ্বিন ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মাতৃভাষা

মাতৃভাষা মানেই মায়ের ভাষা। মায়ের ভাষার বিকল্প নাই।দেশের শিক্ষানীতিতে এখনো পর্যন্ত বহুবার নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হইয়াছে।কিন্তু মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিবার তেমন কোনো নজির ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। বর্তমান নতুন শিক্ষানীতিও এর ব্যতিক্রম ঘটাইবে না তো ?জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম খসড়ায় উল্লিখিত ত্রি-ভাষা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। খসড়ার একটি অংশ হইতে প্রতীয়মান হইতেছিল, সকল রাজ্যের জন্যই হিন্দি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব করিতেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শেষাবধি খসড়া কমিটির প্রধান কে কস্তুরীরঙ্গন জানাইয়াছিলেন, ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলেই এই রূপ প্রমাদ। বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইল, খসড়াটি স্থায়ী নীতির রূপ পাইল, কিন্তু হিন্দি চাপাইয়া দিবার অভিযোগটি রহিয়াই গেল। কিমাশ্চর্যম এই বারেও সরকার কর্তৃক সেই 'ভ্রান্ত ব্যাখ্যা'র তত্ত্বটিই শুনানো হইতেছে! প্রশ্ন হইল, যে শিক্ষানীতির অন্যতম স্তম্ভ মাতৃভাষায় লেখাপড়া, সেইখানে ভাষার প্রশ্নে পুনঃপুন এমন প্রমাদের সুযোগ থাকিবে কেন? বিশেষজ্ঞেরা খসড়ায় যে সংশোধন ও পরিমার্জনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাকেই বা সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইল কেন? সরকার জানাইয়াছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালের সহিত সমস্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ রাজ্য মাতৃভাষায় লেখাপড়া করাইবার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, নূতন শিক্ষানীতি দেখিয়া সেই মন্ত্রীদের কণ্ঠেই হিন্দি চাপাইয়া দিবার আশঙ্কাটি শুনা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাসে কেন কাজ হইল না, কোথায় ফাঁক থাকিয়া যাইল, তাহা বুঝিতে হইলে নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার অভিমুখে নজর দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমত, ভারতের ন্যায় বহুভাষিক দেশে প্রতিটি রাজ্যের ভাষিক চিত্র স্বতন্ত্র। ভাষানীতি নিজ নিজ রাজ্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীনে থাকিলে হিন্দি আসিয়া পড়িবার আশঙ্কা অমূলক নহে, বিশেষত যেখানে 'জাতীয় ঐক্য'-এর যুক্তিটি হাজির। কয়েক দশক পূর্বে কেন্দ্রীয় ত্রি-ভাষা নীতির পাল্টা তামিলানাড়ুতে দ্বি-ভাষা নীতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাই। নূতন শিক্ষানীতিটি খারিজ করিয়া তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন সেই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পলানীস্বামী। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ অহিন্দিভাষী রাজ্যেই তৃতীয় ভাষা শিখাইতে গিয়া বিতর্কের জন্ম প্রায় অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাউক। বাংলা ও ইংরাজি ব্যতীত তৃতীয় কোনও স্থানীয় ভাষা বাছিতে হইলে এতগুলি দাবিদার উঠিয়া আসিবে, যে তাহার নিষ্পত্তি করা প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে বিতর্ক এড়াইতে শেষাবধি হিন্দিকে বাছিয়া লওয়াই প্রশাসনের পক্ষে সহজ-স্বাভাবিক পথ। তৃতীয়ত, নূতন শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি অবধি আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা যাইবে, নবম শ্রেণি হইতে মাধ্যম হিন্দি বা ইংরাজি। ইহার অর্থ, উচ্চশিক্ষায় এত কাল নানা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পড়িবার যে সুযোগ ছিল, তাহা লোপ পাইতেছে। একমাত্র ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দির প্রতিষ্ঠার পথই সুগম হইতেছে না কি?

ত্রি-ভাষা নীতির গলদটি আসলে গোড়ায়। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য নীতিটি তৈয়ার করিয়াছিল, তখন অহিন্দিভাষী রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষার সহিত হিন্দি ও ইংরাজি বাধ্যতামূলক করিবার কথা জানাইয়াছিল। তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের ন্যায় রাজ্যের অসম্মতিতে তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। এই বারের পর্ব অধিক কুয়াশাচ্ছন্ন। ত্রি-ভাষা নীতি চালু করিয়াও বলা হইতেছে যে, হিন্দি বাধ্যতামূলক নহে। ভারত সামান্য বহুভাষিক দেশ নহে, ইহার বহু ভাষা সংবিধানস্বীকৃত, তাহা জাতীয় প্রতীকস্বরূপ। অতি সংবেদনশীল এই বিষয় লইয়া এই রূপ লুকোচুরি কূট সন্দেহ বাড়ায়। এত কাল নানা রাজ্যে প্রচলিত শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল, এক বা একাধিক আঞ্চলিক ভাষা শিখিতেও বাধা ছিল না। তবে আর নূতন করিয়া ত্রি-ভাষা নীতি কেন? ত্রি ভাষা নীতি প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষাকে আঘাত করিবে না তো ? কেননা আমাদের মূল প্রশ্ন হইল মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া।

করোনার নতুন রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গে, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩৩৫৭ জন

কলকাতা, ৪অক্টোবর (হি. স.): শনিবারের তুলনায় রাজ্যে বেড়েছে করোনার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা। তবে একই সঙ্গে এদিন বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যাও। শুধু সংখ্যা বেড়েছে তাই নয় এদিন ফের একবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৩৫৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৬ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

অন্যদিকে একদিনে নতুন করে ফের ৬২ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দৈনিক সুস্থতার সংখ্যাও কমেছে গত এক দিনে। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৮৬জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৯৩ শতাংশ। রাজ্যে সুস্থতার হার যে মন্থর তা বলাই বাহুল্য।তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৭হাজার ৪৩৯জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৭০হাজার ৩৩১জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৩৭হাজার ৬৯৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫১৯৪জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকেও রেকর্ড সংখ্যক কেস মিলেছে। এদিন শহরে ৭৬৫ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯হাজার ১৯৭টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬২৬জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫১হাজার ৭১৮জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৭জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৭৬৭জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৭১২জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪১জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫৬২জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ২৬২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৩লাখ ৯৭হাজার ৯৮৮টি। এখন রাজ্যে ৮৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

করোনার নতুন রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩৩৫৭ জন

কলকাতা, ৪অক্টোবর (হি. স.): শনিবারের তুলনায় রাজ্যে বেড়েছে করোনার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা। তবে একই সঙ্গে এদিন বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যাও। শুধু সংখ্যা বেড়েছে তাই নয় এদিন ফের একবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৩৫৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৬ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই। অন্যদিকে একদিনে নতুন করে ফের ৬২ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দৈনিক সুস্থতার সংখ্যাও কমেছে গত এক দিনে। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৮৬জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৯৩ শতাংশ। রাজ্যে সুস্থতার হার যে মন্থর তা বলাই বাহুল্য।তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৭হাজার ৪৩৯জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৭০হাজার ৩৩১জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৩৭হাজার ৬৯৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫১৯৪জনের। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকেও রেকর্ড সংখ্যক কেস মিলেছে। এদিন শহরে ৭৬৫ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯হাজার ১৯৭টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬২৬জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫১হাজার ৭১৮জন।

এখন ব্যাংককে হবে সবার কাজ

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

দেখুন এটা মানতে হবে যে বিগত কয়েক বছরে মোদী সরকারের শাসনকালে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের খামতিগুলি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। আগে এই খামতিগুলি ছিল না তা নয়। বরঞ্চ আগে এই খামতিগুলো আরও বেশি ছিল। তৎকালীন সরকারের তুমিও খাও, আমিও খাই ভ্রষ্ট নীতির জন্য প্রকাশ্যে লুটপাট চলত। সরকারি, বেসরকারি এবং সমবায় ব্যাংকগুলোতে লেনদেনের নামে দুর্নীতি চলত। ব্যাংকের ডিজিটালকরণের পর দুর্নীতি আরও বেড়ে গিয়েছে। কিছু ব্যাংক কর্মীদের কাহিনী এবং দুর্নীতির সাক্ষী থেকেছে দেশ। এর জেরে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে ব্যাংকের সাধারণ আমানতকারীদের। ব্যাংকে টাকা রাখা আদৌ ঠিক হবে না ভুল সেই চিন্তা ক্রমাগত খেয়ে চলেছিল সাধারণ আমানতকারীদের।

কিন্তু আশার কথা এই যে অতিসম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ চরণ জিত সিং আত্রোকে চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার পদে নিযুক্ত করে একটা শুভ ইঙ্গিত দিতে চেয়েছে। আর সেই শুভ ইঙ্গিতটি হল যে এখন থেকে সরকারি ব্যাংকগুলিও নিজেদের কার্যপ্রণালীতে গুণগতমান উন্নত করার জন্য সচেষ্ট। চরণ জিত সিং স্টেট ব্যাংকে আরও দক্ষ এবং শক্তিশালী করে তুলবে। যদিও এটা সবাই জানে যে স্টেট ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের কাছে দৃষ্টান্তের মতন কাজ করে। স্টেট ব্যাংক এর কার্যপদ্ধতি অন্যান্য ব্যাংকের কাছে শিক্ষণীয়। তাই অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি স্টেট ব্যাংকের নকল করে এগিয়ে যেতে চায়। ভারতের সর্ববৃহৎ ব্যাংকের নাম হচ্ছে স্টেট ব্যাংক। দেশের প্রতিটা কোনায় শাখা রয়েছে। স্টেট ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি আরও পেশাদারিত্ব হয়ে উঠলে তা অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কাছেও দৃষ্টান্ত তৈরি করবে এবং গোটা বিশ্বে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার মানকে আরও উন্নত করে তুলবে।ব্যাংকিং ক্ষেত্র থেকে ভাল খবরের আশায় রয়েছে সরকারও। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে গেলে আরো দৃঢ় পদক্ষেপ আগামী দিনে নিতে হবে।

এটিও মাথায় রাখতে হবে যে, জনগণের অর্থ তাদের কাছে রাখা এবং এটিতে সুদ দেওয়া ব্যাংকগুলির কাজ নয়। এটি তাঁর মোট কাজের একটি ছোট্ট অংশ। ব্যাংকগুলির আসল কাজ হল গ্রাহকদের আমানতকে বিনিয়োগ করে তার থেকে লাভবান হওয়া। ছোট ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির উচিত নিজেদের নিয়মকে কিছুটা শিথিল করা। হ্যাঁ, সুদের সাথে মূল ঋণের অর্থ আদায় করাটা ব্যাংকের অধিকারের মধ্যেই পড়ে। এতে কোনমতেই দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে এমনটি হওয়া উচিত নয় যে বড় উদ্যোগপতি, শিল্পপতি এবং প্রভাবশালীরা সমস্ত ঋণ নিয়ে চলে যাবে আর ছোট ব্যবসায়ীরা কোন প্রকারের ঋণ পাবে না। এমনটা হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমনটাই হয়ে চলেছে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় গর্বের সাথে বলেছিলেন যে নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলি দুর্দান্ত কাজ করেছে।তবে প্রকৃত পরিস্থিতি অন্যরকম। অর্থ মন্ত্রকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা।পূরণ করার জন্য ব্যাংকগুলি মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলিকে না জিজ্ঞাসা করে দশ-দশ, বিশ-বিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল, বহু মাইক্রোফিনান্স এর এত অর্থের প্রয়োজন ছিল না এবং সেভাবে এগুলো খরচও হয়নি।কিন্তু এ জাতীয় ক্ষুদ্র মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলিকে দুই থেকে চার কোটি টাকা দেওয়া নিয়েও অতীতে ব্যাঙ্কগুলি কড়াকড়ি করত। এই সকল সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় ব্যাংকগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের বাইরে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া উচিত।কারণ, তারা প্রধানমন্ত্রীর শুদ্ধ সংকল্পে আক্রমণ করতে সব ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছে।

ব্যাংকিং জগতের কিছু দুর্নীতিবাজ আধিকারিক মোটা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে নিজেদের পকেট ভরে চলেছে। সমাজের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের জন্য তিনি চিন্তা করেননি। কিন্তু গান্ধীজী সমাজের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির জন্য কথা বলে গিয়েছিলেন।

নিজের ছোট গ্রাহকদের দিকে ফিরে তাকানো উচিত ব্যাংকের

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংকগুলির থেকে তাদের ছোট গ্রাহকদের জন্য যেভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল। সেভাবে কাজ করেনি ব্যাংকগুলো। বড় ঋণখেলাপিদের না ধরে ছোট ঋণখেলাপিদের ওপর ব্যাংকের রোষ সবথেকে বেশি নেমে এসেছে। নির্ধারিত সময় যেসব লোকেদের হাতে বাড়ির চাবি তুলে দেয়নি বিল্ডাররা। সেইসব লোকেদের ব্যাংকের ইএমআই দিতে হচ্ছে এবং বাড়ির ভাড়াও গুনতে হচ্ছে। এই সকল লোকেদের কিছুটা ই এম আই ছাড় দেওয়া নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত ব্যাংকের? তারা যদি এই ধরনের পদক্ষেপ নেয় তবে তারা লক্ষ লক্ষ চাকরিজীবী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের সাথে সত্যই বিশাল একটি অনুগ্রহ করবে। তবে, ব্যাংকের এমন ধনী ঋণখেলাপি ব্যক্তিদের সন্ধান করতে হবে যারা ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে বসে রয়েছে।

ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের কাজকর্মে সংস্কার করে চলেছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। কারণ ব্যাঙ্কগুলিতে জালিয়াতির ঘটনা ক্রমবর্ধমান। ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যাংকের কাজকর্ম হওয়ায় গ্রাহকরা উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু এর সাথে জালিয়াতির মামলাও সামনে চলে আসছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী। তবে, গ্রাহকদের স্বার্থে ব্যাংকগুলি সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। যদি গ্রাহকরাও একটু যত্ন নেন তবে তারা জালিয়াতির শিকার হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। উদাহরণ হিসাবে, যখনই আমাদের কোনও তদন্ত বা কোনও কাজের জন্য ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, লোকেরা প্রায়শই গুগল বা অন্য কোনও সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে তার বিবরণ সন্ধান করে।

তবে গ্রাহকদের এটি করার চেষ্টা করা উচিত নয় এবং পরিবর্তে ব্যাংকগুলির অনুমোদিত ওয়েবসাইটটি পরীক্ষা করা উচিত। লোকেরা প্রায়শই ব্যাংকগুলির কাছ থেকে কল পেয়ে থাকে তবে এই কলগুলি কখনও কখনও নকল হয়, যারা আপনার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আপনাকে অর্থ ছিনতাই করে। আপনি যখনই কোনও ব্যাংক বা ব্যাঙ্কের কল সেন্টার সম্পর্কিত কোনও কল পেয়ে থাকলে অন্ধভাবে তাকে বিশ্বাস করবেন না। সুতরাং সাবধান হন।

এদিকে, ব্যাংকগুলি চেক থেকে তৈরি হওয়া জালিয়াতি রোধ করার চেষ্টা করছে। এর অধীনে, অ্যাকাউন্টধারীকে ৫০,০০০ টাকা বা তারও বেশি অর্থের জন্য খাতা ধারককে ব্যাংকে তথ্য দিতে হবে। এর জন্য, অ্যাকাউন্টধারীকে চেকের সামনের এবং পিছনের ছবি যেমন চেক নম্বর, চেকের তারিখ, প্রদানকারীর নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, পরিমাণ ইত্যাদি বিশদ সহ শেয়ার করতে হবেন যখন সুবিধাভোগী ব্যাঙ্কটি এনক্যাশ করার জন্য জমা দেয় তখন ব্যাংক ইতিমধ্যে ইতিবাচক বেতন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিবরণের সাথে চেকের বিশদটি মিলিয়ে। বিশদটি মিলিয়ে তবেই চেকটি ক্লিয়ার করে। এটি চেক সম্পর্কিত জালিয়াতি রোধ করতে সহায়তা করবে। এমনকি সব ঠিক আছে। তবে ব্যাংকগুলির অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেমের কারণে কেলেঙ্কারিও বাড়ছে। ব্যাংকগুলির এই দিকটি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বলা বাহুল্য যে এই কয়েকটি পদক্ষেপের সাথে আমাদের ব্যাংকগুলি তাদের গ্রাহকদের আরও স্তরের পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। আরও একটা কথা বলতে চাই সরকারি ব্যাংকগুলোর উচিত তাদের এখানে নামকরা খেলোয়ারদের পুনরায় চাকরিতে বিপুল পরিমাণে রাখা। এক সময় অজিত ওয়াদেকার, ভিশেন সিং বেদী, যশপাল শর্মার মতো ক্রিকেটার এবং মনজিৎ দুয়ার মতো শীর্ষ টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা স্টেট ব্যাংকে নিযুক্ত ছিলেন। আরও ভাল চাকরি পাওয়ার পরে, তারা সবাই তাদের খেলাধুলায় ভাল পারফরম্যান্স করে চলেছে। কমপক্ষে সে চাকরি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল না। এখন খেলোয়াড়রা সঠিক জায়গায় চাকরি পেতে পারে না। সুতরাং, ব্যাংকগুলিকে প্রতি বছর ২০-২৫ সেরা খেলোয়াড় নিয়োগ করা উচিত। এই প্লেয়াররা ব্যাংকের জন্য আমানতও আনতে পারে এবং আরও ভাল সম্পর্ক পরিচালক হিসাবেও কাজ করতে পারে।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ এবং বরিষ্ঠ সম্পাদক)

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রামের হাথরস

অশোক সেনগুপ্ত

অজ্ঞতার জন্যই জীবনে আগে কখনও হাথরসের নাম শুনিনি। এই মুহূর্তে ওটা একটা আন্তর্জাতিক স্থাননাম হয়ে উঠেছে। কীভাবে এই নামটা এল ? পুরনো তথ্যের খোঁজ করতে গিয়ে দেখছি হাথরসের সঙ্গে কত ইতিহাস জড়িয়ে। যার শুরু মহাভারতের যুগে। খুব অতীতে মহাভারতের পটভূমিতে গেলে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। ছোট্টু বনমালী 'গোকুল মহাত্মাম'-এ লিখেছেন, কৃষ্ণের জন্মের সময় শিব-পার্বতী এই পথ দিয়েই ব্রজধামে গিয়েছিলেন। পার্বতীকে নাকি বলা হত হাথরসী দেবী। সম্ভবত তা থেকেই স্থাননাম। উনবিংশ শতকের দূর্গের ধ্বংশাবশেষের আড়ালে রয়েছে ঠিক সেখানে আরও লুপ্ত দূর্গের কাহিনী। ১৭৭৫ সালে ভুরি সিংয়ের ছেলে রাজা দয়ারাম সিংহাসনে বসেন। ১৭৮৪ সালে পাশেই তৈরি হল সিন্ধিয়াদের রাজ্য। তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করলেন রাজা দয়ারাম। ১৭৯৪-এ ব্রিটিশদের নজরে পড়ল উত্তর ভারতের রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলো। গোড়া থেকেই রাজা দয়ারাম ব্রিটিশদের অমান্য করতে শুরু করেন। নানা চাপ সৃষ্টিতেও রাজা নরম না হওয়ায় ১৮১৭ সালে ব্রিটিশরা যুদ্ধ ঘোষণা করল। মাসখানেক প্রবল যুদ্ধ হল। সংলগ্ন অঞ্চলগুলো ততদিনে ব্রিটিশদের কব্জায় চলে এসেছে। প্রাণ বাঁচাতে সে বছর ২ মার্চ দূর্গের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন দয়ারাম। ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে যায় হাথরস ও সংলগ্ন এলাকা।

রাজা দয়ারামের পুত্র গোবিন্দ সিং ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হন। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব বয়ে চলেছিল ফল্গুধারার মত। একে লালন করেছিলেন সম্ভ্রান্ত জাঠ শাসক রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (১৮৮৬-১৯৭৯)। 'আর্য পেশোয়া' নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি। ৩২ বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কাবুলে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার তৈরি হলে সেটির প্রেসিডেন্ট হন। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন ঠাকুর মালখান সিং, মুন্সি গজাধর সিং।

ধর্ম, সংস্কৃতির ঐতিহ্যের নানা নমুনা মিলেছে হাথরসে। এ সবের মধ্যে আছে প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন লিপি' কুষাণ ও মৌর্য যুগের হরেক সামগ্রি। শৈব ও নাগ রাজারা বেশ কিছু ধর্মস্থান তৈরি করেন। প্রাচীন বীরেশ্বর মন্দির, জৈন মন্দির 'নয়াবাস' ছাড়াও রয়েছে বলরামের প্রচুর মন্দির। নয়াবাস-এ একটি মূর্তির গায়ে খোদাই রয়েছে ১৫৪৮ সাল।

ব্রিটিশ আমলেই দেশি ঘি আর কাপড়ের কলের জনা বিখ্যাত ছিল হাথরস। এখানকার কাপড় রফতানি হত।

১৯৯৭-এর ৩ মে আলিগড়, মথুরা এবং আগরা এই তিন জেলার ১৮৪০ বর্গ কিলোমিটার অংশ নিয়ে তৈরি হয় পৃথক হাথরস জেলা। আলিগর থেকে জেলাসদরের দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। মথুরা থেকে উত্তর-পূর্বে ৪০ কিলোমিটার। এখন যেন বারুদের স্তূপে ইতিহাস, ঐতিহ্যে, সংগ্রামের সেই হাথরস।

রবিবার ৭রামনগরে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত বিজেপির সাংগঠনিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ছবি- নিজস্ব।

সড়ক সংস্কারে নিম্নমানের কাজ, নালিশ করায় কাছাড়ের কালিনগর গ্রামের প্রবীণ দুই ব্যক্তিকে বড়খলা থানায় তিন ঘণ্টা আটক, উত্তপ্ত এলাকা

বড়খলা (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : সড়ক সংস্কারে নিম্নমানের কাজ হয়েছে অভিযোগের জেরে কাছাড়ের কালিনগর গ্রামের প্রবীণ দুই ব্যক্তিকে বড়খলা থানায় তিন ঘণ্টা আটক করে রেখেছে পুলিশ। শনিবার রাতের ওই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার পুলিশ প্রশাসনের অনৈতিক কাণ্ডের প্রতিবাদে ডলুতে জমায়েত হন গ্রামের ক্ষুব্ধ নাগরিকবৃন্দ। তাঁরা জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তক্রমে ন্যাক্কারজনক এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন। গোটা ঘটনার নেপথ্যে বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথের পরোক্ষ মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন গ্রামের নাগরিকরা। বড়খলার ডলু-কালিনগর পূর্ত সড়ক সংস্কারের কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হচ্ছে। বিধায়ক কিশোর নাথের ঘনিষ্ঠ জনৈক হুসেন আহমেদ কাজের বরাত পেয়েছেন। ওই রাস্তা সংস্কারে হুসেন আহমেদের নেতৃত্বে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উত্থাপন করে কালিনগর গ্রামের মানুষ কাছাড়ের জেলাশাসক এবং সাংসদ রাজদীপ রায়ের কাছে নালিশ করেছিলেন। ওই নালিশের জেরে এবং বিধায়কের উস্কানিতে গ্রামের প্রবীণ দুই ব্যক্তি ব্রজলাল রায় ও তরুণ রায়কে বাড়ি থেকে শনিবার সন্ধ্যায় আচমকা বড়খলা থানার পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড়খলা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামের জনগণ।

প্রতিবাদী জনগণের আওয়াজে কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বড়খলা থানা চত্বর। অসুস্থ দুই প্রবীণ ব্যক্তিকে হঠাৎ করে কোনও কারণ ছাড়া পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে কালিনগর গ্রামের অসংখ্য ক্ষুব্ধ পুরুষ মহিলা রাতেই বড়খলা থানা ঘেরাও করেন। তাঁরা জানতে চান, কী অপরাধে গ্রামের অসুস্থ প্রবীণ দুই ব্যক্তিকে থানায় আটক করা হয়েছে। পুলিশের কাছে নেই কোনও সদুত্তর। অবশেষে ৩ ঘণ্টা পর রাত সোয়া নয়টা নাগাদ নিরপরাধ ব্রজলাল রায় ও তরুণ রায়কে মুক্ত করতে বাধ্য হয় বড়খলা পুলিশ।

থানা থেকে বেরিয়ে ব্রজলাল রায় ও তরুণ রায় জানান, নেহাত দুর্নীতি ও নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ করার ফলস্বরূপ স্থানীয় বিধায়ক কিশোর নাথের ইঙ্গিতে বড়খলা থানার ওসি সুরজিৎ চৌধুরী তাঁদের বাড়ি থেকে থানায় তুলে নিয়ে হেনস্তা করেছেন। এ কথা তাঁদের বলেছেন থানার সেকেন্ড অফিসার, জানান ব্রজলাল রায় ও তরুণ রায়।

এদিকে থানায় জমায়েত অসংখ্য ক্ষুব্ধ পুরুষ মহিলা বিধায়কের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে এমন নিন্দনীয় পদক্ষেপের ধিক্কার জানান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এসওপিডি (জি) প্রকল্পের অধীনে কালিবাড়ি শিববাড়ি থেকে রায়পাড়া হয়ে শিলডহর শিববাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য ২৬৮.৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছিল। পূর্ত বিভাগের শিলচর রুরাল রোড ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কাজের ঢাকঢোল পিটিয়ে সূচনা করেছিলেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ।

জনৈক হুসেন আহমেদ নামের ব্যক্তি কাজের বরাত পেয়েছিলেন বলে জানান গ্রামের ক্ষুব্ধ জনতা। একই রাস্তার ওপর বিভিন্ন প্রকল্প ধরিয়ে সরকারি টাকার হরির লুট চলছে বলে অভিযোগ তাঁদের। ওই প্রকল্পের ডলু-কালিনগর পূর্ত সড়কের রসরাজখাল থেকে কালাচাঁদ রায় এমই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সবিতা ভুইয়াঁ, প্রাণেশ ভুইয়াঁ, তরুণ রায়, শুক্লা রায়, সঞ্জীব রায়, প্রেমানন্দ রায়, বাদল রায়, কুলেন্দ্র রায়, জীতেন্দ্র কুমার রায়, ডলু জিপি-র কালিনগর পার্ট ওয়ানের ওয়ার্ড মেম্বার শিল্পী রায় সহ অসংখ্য ক্ষুব্ধ জনগণ।

মায়ানমার ছেড়ে এবার চিনে ঘাঁটি করেছে আলফা (স্বাধীন), বিশেষ ট্রাইব্যুনালের শপতনামায় দাবি

গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : মায়ানমার ছেড়ে এবার চিনে ঘাঁটি স্থাপন করেছে অসমের উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা (স্বাধীন)। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের শপতনামায় এই দাবি করা হয়েছে। শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত চিন ভারত-বিরোধী শক্তিকে সহায়তা করে আসছে বলে প্রায়ই চর্চিত হয়। ঠিক এমন সময় চিনের জিনপিং প্রশাসন আলফা (স্বাধীন) উগ্রপন্থী সংগঠনকে তাদের দেশে আশ্রয় দেওয়ায় ভারত সরকার নড়েচড়ে বসেছে। এমন-কি আলফা (স্বাধীন)-কে ভারত বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে চিন সহযোগিতা করে আসছে বলেও বিভিন্ন সময় দাবি করে ভারত।

গুয়াহাটিতে অবস্থিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অতিসম্প্রতি নয়াদিল্লি সংশ্লিষ্ট দফতরে এক এ সম্পর্কে একটি শপতনামা দাখিল করেছে বলে বিশেষ এক সূত্রের খবরে প্রকাশ। বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি, পরেশ বরুয়া অসম নেতৃত্বাধীন উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা (স্বাধীন) তাদের সদর দফতর তথা সামরিক শিবির মায়ানমার থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চিনের ইউনান প্রদেশে স্থাপন করেছে। এখন ইউনান প্রদেশ থেকেই আলফা (স্বাধীন) তাদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালিত করছে বলে ওই শপতনামায় লেখা হয়েছে। তবে তারা মায়ানমার সরকারের চাপে পড়েই চিনের আশ্রয়ে গেছে বলেও দাবি করেছে সূত্রটি।

এদিকে অন্য এক অসমর্থিত সূত্রের খবর, আলফা (স্বাধীন)-এর মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়া অসম বর্তমানে মায়ানমারের চিন সীমান্ত রুইলিতে অবস্থান করেছেন। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মায়ানমার সীমান্তের দক্ষিণ চিনের রুইলি থেকে আলফা (স্বাধীন)-কে নিয়ন্ত্রণ করছেন সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়া অসম।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আলফা (স্বাধীন) ভারত মায়ানমার সীমান্তে এনএসসিএন (খাপলাং)-এর সহযোগে সামরিক শিবির স্থাপন করে সেখান থেকেই সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যাবতীয় জঙ্গি কার্যকলাপ অবাধে চালিয়ে আসছিল।

বিহারের নির্বাচনে একাই লড়তে চলেছে এলজেপি

পাটনা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের নির্বাচনে একাই লড়তে চলেছে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)। রবিবার দলের সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এলজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালিক। তিনি বলেন, 'মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সঙ্গে লড়াই করবে না লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)।'

আগেই এলজেপির তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে বিহারেও মণিপুর মডেল অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ ভোটের পর সরকারে যোগ দেবেন। ২০১৭ সালের মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে ১১ টি আসনে লড়ে মাত্র একটিতে জয়ের মুখ দেখেছিল চিরাগ পাসোয়ানের দল। একমাত্র জয়ী সদস্য যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি সরকারে। তার আগে ২০১৪ সালের জম্মু ও কাশ্মীর এবং ২০১৯ সালের ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়েছিল এলজেপি। যদিও কেন্দ্রের এনডিএ জোটের শরিক ছিল তারা।

বিষয়টির সঙ্গে অবহিত নেতারা জানিয়েছেন, এনডিএ জোটের দলগুলির বিরুদ্ধে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' লড়াইয়ে নামবে এলজেপি। যদিও আগে এলজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছিল, নীতিশ কুমারের জেডিইউয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে তারা। যে আসনে বিজেপি প্রার্থী দেবে, সেখানে গোঁজ হয়ে দাঁড়াবে না এলজেপি। সেই 'বন্ধুত্বপূর্ণ' আবহের সম্পর্কের বিষয়টি রবিবারও ফুটে উঠেছে। এলজেপির সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'জাতীয় স্তর এবং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে মজবুত জোট আছে।'

দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রাখার পর রবিবার থেকে সীমিত পরিসরে খুলে গেল মক্কা নগরী

মক্কা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রাখার পর রবিবার থেকে সীমিত পরিসরে খুলে গেল মক্কা নগরী। স্থানীয় সময় সকাল ৬টায় মক্কার মসজিদুল হারাম ওমরাহ পালনকারীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বলে খবর আরব নিউজের। তবে ওমরাহ পালনের সময় মুসল্লিদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

করোনার কারণে দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি বন্ধ থাকার পর তিনটি ধাপে ওমরাহর কার্যক্রম চালু হয়েছে। প্রথম ধাপে শুধু সৌদি আরবের স্থানীয়রা রবিবার থেকে এতে অংশ নিতে পারবেন। দ্বিতীয় ধাপে ১৮ অক্টোবর থেকে একদিনে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার জন ওমরাহ করতে পারবেন। এই সময়ে একসঙ্গে ৪০ হাজার মুসল্লি পবিত্র মসজিদুল হারামে ঢুকতে পারবেন, যা সম্মিলিতভাবে মোট ধারণক্ষমতার ৭৫ শতাংশ।

তৃতীয় ধাপে ১ নভেম্বর থেকে

ছয়ের পাতায়

আগামী ৪৮ ঘণ্টা ট্রাম্পের জন্য 'বিপজ্জনক', মনে করছেন তাঁর চিকিৎসকরা

নিউইয়র্ক, ৪ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য আগামী ৪৮ ঘণ্টা খুবই 'বিপজ্জনক' বলে মনে করছেন তাঁর চিকিৎসকরা। চিকিৎসকরা জানান, ট্রাম্পকে সাত রকমের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল থেকেই প্রশাসনিক কাজ সারছেন তিনি। তাঁর জ্বর নেই। অক্সিজেন সাপোর্টও খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি এখনও ঝুঁকিমুক্ত নন।

মেরিল্যান্ডের ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে শুক্রবার থেকে চিকিৎসাধীন ট্রাম্প। শনিবার হাসপাতাল থেকেই এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প বলেন, 'আগের চেয়ে ভালো আছি, শিগগিরই ফিরব। তবে মনে হচ্ছে আসল পরীক্ষা সামনে।' তিনি জানান, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াও আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করছেন। তিনি হোয়াইট হাউসে আছেন।

হাসপাতাল থেকে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে শারীরিক অবস্থার কথা নিজেই জানান ট্রাম্প। সেই ভিডিওতে ওয়াল্টার রিডের মেডিক্যাল টিমকেও ধন্যবাদ জানান। বলেন, "আমাকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে তাঁরা চেষ্টার কোনও খামতি রাখছেন না।" দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানানোয় মার্কিন নাগরিকদেরও তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ভিডিওতে তিনি আরও জানান, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। কিন্তু, তাঁর 'আসল পরীক্ষা' সামনে। তাঁর কথায়, "আমি সুস্থ বোধ করছি।সামনের কয়েকটা দিনে কী ঘটে, আমরা দেখতে পাব। এটাই হল আসল পরীক্ষা।" ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি হাসপাতালের চিকিতকদের অভিমত, বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভালোই আছেন। তবে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা তাঁর জন্য 'ক্রিটিকাল'।

বিহারের নির্বাচনে একাই লড়তে চলেছে এলজেপি

পাটনা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের নির্বাচনে একাই লড়তে চলেছে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)। রবিবার দলের সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এলজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালিক। তিনি বলেন, 'মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সঙ্গে লড়াই করবে না লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)।'

আগেই এলজেপির তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে বিহারেও মণিপুর মডেল অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ ভোটের পর সরকারে যোগ দেবেন। ২০১৭ সালের মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে ১১ টি আসনে লড়ে মাত্র একটিতে জয়ের মুখ দেখেছিল চিরাগ পাসোয়ানের দল। একমাত্র জয়ী সদস্য যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি সরকারে। তার আগে ২০১৪ সালের জম্মু ও কাশ্মীর এবং ২০১৯ সালের ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়েছিল এলজেপি। যদিও কেন্দ্রের এনডিএ জোটের শরিক ছিল তারা। বিষয়টির সঙ্গে অবহিত নেতারা জানিয়েছেন, এনডিএ জোটের দলগুলির বিরুদ্ধে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' লড়াইয়ে নামবে এলজেপি। যদিও আগে এলজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছিল, নীতিশ কুমারের জেডিইউয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে তারা। যে আসনে বিজেপি প্রার্থী দেবে, সেখানে গোঁজ হয়ে দাঁড়াবে না এলজেপি। সেই 'বন্ধুত্বপূর্ণ' আবহের সম্পর্কের বিষয়টি রবিবারও ফুটে উঠেছে। এলজেপির সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'জাতীয় স্তর এবং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে মজবুত জোট আছে।'

সোমবারের প্রস্তাবিত 'চাক্কা বনধ' কর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন করিমগঞ্জ যান মালিক সংস্থার

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযারী সোমবার থেকে সারা অসমে প্রস্তাবিত 'চাক্কা বনধ' কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে করিমগঞ্জের যান মালিক সংস্থা। বরাক উপত্যকা যান মালিক সংস্থার সমন্বয় সমিতির আহ্বানে করিমগঞ্জের সংগঠনও সিদ্ধান্ত নিয়ে দাবি তুলেছে, ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত পথ কর রেহাই, ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলাচলকারী গাড়িগুলোতে ১০০ শতাংশ যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করা, অতিমারি কোভিডের দরুন গাড়ির সব নথিপত্রের মেয়াদ, বিমা সহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে।

এছাড়া ২০১৪, ২০১৬ এবং ২০১৯ সালের সংসদীয় ও বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত গাড়ি মালিকদের বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়ারও জোরালো দাবি তুলেছেন করিমগঞ্জের যান মালিকরা। আইন-শৃঙ্খলা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ফলে গাড়ির বকেয়া বিল অতি সত্বর মিটিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা।

কোভিড-১৯ প্রটোকল মানতে গিয়ে সব থেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে যাত্রীবাহী ছোট-বড় গাড়িগুলো। সেদিকে লক্ষ্য রেখে চাকা বনধ কর্মসূচিকে সফল করতে করিমগঞ্জের সর্বশ্রেণির নাগরিকের সমর্থন চেয়েছেন যান মালিক সংস্থার পক্ষে বিধু ঘোষ, সুভাষ সোম প্রমুখ।

বাংলাদেশে পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের ৯টি ইঞ্জিন

ঢাকা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে চট্টগ্রামের পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড। রবিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানাধীন একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকলের ৪টি ইউনিটের ৯টি গাড়ি আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

ঘটনাস্থলে থাকা চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আলী আকবর যুগান্তরকে বলেন, ১১তলা বিশিষ্ট ভবনের ষষ্ঠ তলায় আগুন লেগেছে। আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। রাত ৯টা পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তবে প্রথমদিকে আগুনের যে তীব্রতা ছিল তা কমে এসেছে।

আগুনের লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আলী আকবর।

প্রয়াত কাছাড়ের বান্দরখালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিহাড়ার যুবক বাবলু, অসহায় স্ত্রীকে সরকারি সাহায্যের আর্জি

বিহাড়া (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড়ের বান্দরখালে গত ১ অক্টোবর সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন বিহাড়া প্রথম খণ্ডের জনৈক কিরেন্দ্রচন্দ্র দাসের ছেলে বাবলুকুমার দাস। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। চিকিৎসকদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিফল করে শনিবার বাবলু কুমার দাস (৩০) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রয়াত বাবলুর অসহায় স্ত্রী শিউলি দেবকে সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা গড়েরভিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার কুমুদরঞ্জন রায় প্রয়াত বাবলুকুমার দাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন। তিনি বাবলুর স্ত্রী অসহায় স্বল্পবয়সি মহিলা শিউলি দেবকে আশ্বস্ত করে সরকারি অনুদান সহ ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের কাছে দাবি জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১ অক্টোবর কাছাড় জেলার শিলচর-হাফলং মহাসড়কের বান্দরখালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল যাত্রীবাহী ৪০৭ গাড়ি। লংকা অভিমুখে যাওয়ার পথে সকাল সাতটা নাগাদ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় একশো ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ে। এতে ঘটনস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিলেন বাজারিছড়া বৈঠাখালের শংকু শুক্লবৈদ্য। এছাড়া আরও পাঁচজন জখম হয়েছিলেন। বিহাড়ার বাবলু দাস সহ দুজনের অবস্থা আশংকাজনক ছিল। তাছাড়া জখম ব্যক্তিদের মধ্যে মিশন নাথ (৩৪) সহ আরও তিনজন ছিলেন।

বুদবুদ : ২০২১ মোদীর জন্মদিনে বিজেপিশাসিত পশ্চিমবঙ্গ উপহার দেওয়ার ডাক দলের মহিলা মোর্চার

দুর্গাপুর, ৪ অক্টোবর(হি.স.): "আমরাই মহিষাসুরমর্দিনী। মেয়েরাই পারে মহিষাসুরদের বধ করতে। আর তাই ২০২১ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নামে মহিষাসুরকে চিরতরে উৎখাত করব। আগামীবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে বিজেপিশাসিত পশ্চিমবঙ্গ উপহার দেব।" রবিবার পুর্ব বর্ধমানের কৃষি সুরক্ষা সভা থেকে এমন বক্তব্য রাখলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী তথা সাংসদ সৌমিত্র জায়া সুজাতা খাঁ। পাশাপাশি তিনি কৃষিবিল নিয়ে কৃষকপরিবারের মহিলাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে বলেন।

প্রসঙ্গত গত কয়েকদিন ধরে কেন্দ্রের কৃষিবিল নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। রবিবার বুদবুদ বাজারে বিজেপির কৃষক সুরক্ষা পদযাত্রা ও জনসভা ছিল। এদিন ওই কর্মসুচীতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতি প্রতাপ ব্যানার্জি ও বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী তথা সাংসদ সৌমিত্র জায়া সুজাতা খাঁ। এদিন সভার বক্তব্যে আগাগোড়া তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন। তিনি কৃষিবিল নিয়ে বলেন,' কৃষিবিল লাগু হলে ফঁড়েদের ঢোল কালিরামের মত ফেঁসে যাবে। তাই তৃণমূল ভুল বোঝাচ্ছে। আর তাই কৃষক পরিবারের মহিলারা তৈরী থাকুন। যারা ওই বিলের ভুল বোঝাতে আসবে তাদের স্পষ্ট বলবেন, এতদিন ভুল বুঝিয়েছিস। আর ভুল বোঝাস না। বিলের সঠিক আমরা বুঝে গেছি।'

এদিন হাথরসের ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন,' এরাজ্যের মলদা, উত্তর দিনাজপুর, কামদুনির মত অনেক ঘটনা ঘটেছে। আপনার পুলিশ প্রসাশন নিশ্চুপ। এখনও কোন বিচার পায়নি। রাজ্যে এতগুলো ধর্ষন করে খুনের ঘটনার বিচার হল না। আর আপনি রাজনীতিররস খুঁজতে নির্লজ্জের মত হাথরসে চলে গেলেন।'

তিনি আরও বলেন,' মাননীয়া, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ওখানে যোগীজি আছেন। আপনি নিজেও জানতে পারবেন না। অপরাধীরা এনকাউন্টার হয়ে গেছে।' এদিন বুদবুদের সভা থেকে ২০২১ নির্বাচনে রাজ্যের মহিলাদের তিনি আরও সক্রিয় হতে বলেন। তিনি বলেন,' রাজ্যে মা-বোনদের সুরক্ষা চাই। আমরাই মহিষাসুরমর্দিনী। মেয়েরাই পারে মহিষাসুরদের বধ করতে। আর তাই ২০২১ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নামে মহিষাসুরকে চিরতরে উৎখাত করব। আগামীবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে বিজেপিশাসিত পশ্চিমবঙ্গ উপহার দেব। আর বলব আপনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ে তুলুন।'

করোনা আবহে কর্মচক্র-র আভাস দেবে বালিগঞ্জ ২১ পল্লি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহে মন খারাপ বাঙালির। যদিও মন খারাপের মধ্যে এটাই আনন্দের যে পুজো এসে দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। তবে, প্রত্যেকে ছোট থেকে জানে তাদের বড় হয়ে কর্ম করতেই হবে। কারন জন্ম থেকেই শুরু হয় কর্মর। আর তাই চলতি বছর কর্মচক্র-র আভাস দেবে বালিগঞ্জ ২১ পল্লি।

দুর্গা পুজো মানেই উত্তর থেকে দক্ষিণে ভিড় জমাবে শহরবাসী। আর চলতি বছর ৭৪ বছরে বর্ষে পা দিল বালিগঞ্জ ২১ পল্লি। তবে, এই বছরের কঠিন সময়ে বালিগঞ্জ ২১ পল্লি আভাস দেবে কর্মচক্র-র। কারণ তাদের এবারের থিম ই কর্মচক্র। জোর কদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। প্রতিবারের মতো তাদের এই বছরের থিম দর্শকদের মনে থাকবে বলেই মনে করছে উদ্যোক্তারা।

পুজোর আগে রবিবারের বাজারে মাছি মারছে হাতিবাগানের ব্যবসায়ীরা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স): চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ। কিন্তু তারই মাঝে কোথাও যেন লুকিয়ে আছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনার আতঙ্ক। আর মাত্র ১৮ দিন বাকি থাকলেও রবিবারের বাজারে মাছি মারছে হাতিবাগানের ব্যবসায়ীরা।

প্রতি বছর পুজোর আগে হাতিবাগানের পা রাখা দায় হয়ে যায় শহরবাসীর। ফুটপাতের সরি দেওয়া দোকানে দর করে জিনিস কেনার জন্য ভিড় জমায় ক্রেতারা। কিন্তু এবছর চিত্রটা একেবারে আলাদা। পুজোর আগে রবিবার একেবারে ফাঁকা হাতিবাগান মার্কেট। মূলত পুজোর সময় মূল ইনকাম করে বিক্রেতারা। কিন্তু চলতি বছর সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। পুজোর আগে ও ক্রেতা না হওয়ায় কপালে এক প্রকার চিন্তার ভাঁজ ব্যবসায়ীদের। কিভাবে কাটবে তাদের সারাটা বছর চিন্তায় রাতের ঘুম ওড়ার জোগাড় হাতিবাগানের ব্যবসায়ীদের।

দুর্গাপুরে কৃষক সুরক্ষা যাত্রায় বাধা, পুলিশের সঙ্গে বিজেপিকর্মীদের ধস্তাধস্তি

দুর্গাপুর, ৪ অক্টোবর(হি.স.): বিজেপির কৃষক সুরক্ষাযাত্রাকে ঘিরে ধুন্ধুমার। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর কোকওভেন থানার গ্যামনব্রীজ এলাকায়।

ঘটনায় জানা গেছে, কেন্দ্রের কৃষি বিলের সমর্থনে বিজেপি রাজ্যজুড়ে কৃষক সুরক্ষা যাত্রা কর্মসূচী নিয়েছে। রবিবার বিকালে ছিল দুর্গাপুর গ্যামনব্রীজ এলাকা থেকে কাঁকসার বাবনাবেড়া পর্যন্ত ওই মিছিল। আবার ওই একই রুটে ছিল তৃণমূলের কৃষিবিল বিরোধী মিছিল। বিজেপির দাবী, তাদের মিছিল দেড়ঘন্টা আগে ছিল। এদিন আগে থেকে কল্পতরু মেলা মাঠ এলাকায় পুলিশ ব্যারিকেড করে রাখে। মিছিল সেখানে পৌঁছাতে পুলিশ বাধা দেয়। অভিযোগ মিছিলের কোন অনুমতি ছিল না। এদিকে বিজেপিকর্মীরা ব্যারিকেড সরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাতেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপিকর্মীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মিছিল ভন্ডুল হলেও বাবনাবেড়ায় বিজেপির নির্ধারিত পথসভা হয়।

এদিন ঘটনার প্রসঙ্গে উপস্থিত বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রীতেশ তেওয়ারী বলেন,' বিজেপির কৃষক সুরক্ষা যাত্র আটকাতে তৃণমূল কর্মসূচী নিয়েছে। আর পুলিশ তৃণমূলের হয়ে জোর করে আমাদের গনতান্ত্রিক রীতি মেনে করা মিছিল আটকেছে। দুর্গাপুরের মানুষ এর উচিত জবাব দেবে।'

মা-মেয়েকে নৃশংসভাবে হত্যা, দোষীর শাস্তির দাবিতে তপ্ত লখিমপুরের নারায়ণপুর

নারায়ণপুর (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : উজান অসমের লখিমপুর জেলার নারায়ণপুরে সংগঠিত হয়েছে এক রোমহর্ষক ঘটনা। নারায়ণপুরের জালুককটা গ্রামে পারিবারিক কোন্দলের জেরে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় মেয়েকে হত্যা করার পর মাকে খুন করে ঝুলিয়ে রেখে গেছে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার সময় মহিলার একমাত্র ছেলে ঘরের বাইরে ছিল। নিহতদের মঞ্জু ফুকন এবং ১২ বছর বয়সি কন্যা সন্তানকে প্রস্তুতি ফুকন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রস্তুতির মাথায় এবং চোখে স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মা ও মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্যে জানা গেছে, বছর দুয়েক আগে স্বামী কমল ফুকনের মৃত্যু হয়েছে। জ্যেঠু দিনারাম ফুকন সেই থেকেই এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের মা মঞ্জু ফুকনের তিন জনের পরিবারের ওপর মানসিকভাবে অত্যাচার চালিয়ে আসছেন। এর আগেও তিন জনের পরিবারে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেশীদের কাছে জানা গেছে। দিনারাম ফুকন স্টেট ব্যাংক নারায়ণপুর শাখায় দাড়োয়ানের চাকরি করেন।

এদিকে ঘটনার খবর যায় স্থানীয় থানায়। থানা থেকে পুলিশের দল এসে প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে মা ও মেয়ের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য লখিমপুর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এদিকে, দিনারাম ফুকনকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ দিনারামকে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে। মঞ্জুদেবীর ভাসুর দিনারামকে আটক করলে ঘটনার রহস্য বের হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পুলিশ অফিসার। তাছাড়া মঞ্জু ফুকন এবং তাঁর মেয়ে প্রস্তুতির ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর গোটা ঘটনার তদন্তে গতি আসবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে দিনারামকে শীঘ্র গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়েছে গোটা এলাকা।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

প্রস্তুত দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো অনুমতি মিললেই খুলবে

বিশ্বব্যাপী করোনার আতঙ্কে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বন্ধ হতে থাকে দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো। সরকারি নির্দেশনা মেনে জুন মাস থেকে প্রায় সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করলেও সিনেমা হল খোলা নিয়ে এখনো কোনো নির্দেশনা আসেনি হলমালিকদের কাছে। মেলেনি অনুমতি। মাল্টিপ্লেক্স—সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘ চার মাস বন্ধ থাকার পর তাঁরা অনেকেই ইতিমধ্যে সিনেপ্লেক্স খোলার জন্য প্রস্তুত আছেন, অনেকে প্রস্তুত হচ্ছেন। সরকারি নির্দেশনা ও অনুমতি পেলেই সবাই পুরোপুরি নিরাপত্তা নিয়ে দর্শকদের জন্য মাল্টিপ্লেক্সগুলো খুলে দিতে চান।

করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার প্রথম দিক থেকেই সংক্রমণ এড়াতে জনসচেতনতায় বসুন্ধরার স্টার সিনেপ্লেক্স, শ্যামলী, সীমান্ত স্কোয়ার, যমুনা ব্লকবাস্টারসহ সব অভিজাত সিনেমা কমপ্লেক্স এক এক করে বন্ধ হতে থাকে। কারণ, প্রতিটি হলে প্রতিদিন চার—পাঁচটি করে শো হয়। অনেক মানুষের সমাগম এড়াতে গত ২০ মার্চ থেকে বন্ধ হয় স্টার সিনেপ্লেক্স। ইতিমধ্যে বসুন্ধরা শপিং মল চালু হলেও চার মাসের বেশি সময় ধরে সিনেমা হলটি বন্ধ আছে। হলটি চালু করা প্রসঙ্গে সিনেপ্লেক্সের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের খোলার ইচ্ছা আছে। আমরা তৈরি আছি। কিন্তু এটার অনুমতি তো আমাদের হাতে নেই। বাংলাদেশ প্রদর্শক সমিতি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে খোলার ব্যাপারে যোগাযোগ করছে। আমরা সরকারের গ্রিন সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করছি।' হল খুললেও দর্শকদের জন্য হলটি কতটা নিরাপদ হবে, এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'কীভাবে দর্শক নিরাপদে ছবি দেখতে আসবে, সেগুলো নিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতির কথা ভেবেছি। সংক্রমণকে মাথায় রেখে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হলের ভেতরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে। হলের আসনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। নতুন—পুরাতন মুভি যা—ই আসুক, সরকার অনুমতি দিলেই আইন মেনে আমরা হল চালু করব।'গত ২১ মার্চ থেকে বন্ধ রাজধানী যমুনা ফিউচার পার্কের 'যমুনা ব্লকবাস্টার' সিনেমা হল। এই হলের কর্তৃপক্ষও হলটি খোলার প্রস্তুতি নিয়ে সরকারের অনুমতির অপেক্ষা করছে। তবে সংকটের কথাও ভাবছে তারা। এই হলের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ মাহবুবুর রহমান জানান, 'আমাদের যে কর্মিবাহিনী, তারা সবাই প্রস্তুত আছে। আমাদের সব নিরাপত্তাসামগ্রী থাকবে। কিন্তু এখন খুললেই কি আদৌ সিনেমার টিকিট বিক্রি হবে, দর্শক কি আসবে? তা ছাড়া বিশ্বে নতুন ছবি মুক্তি দেওয়া বন্ধ আছে। এখন অনেক পুরাতন ছবি দিয়ে দর্শক টেনে কতটা টিকে থাকতে পারব, সেটাও ভাবনার বিষয়। ঈদের আগে অনুমতি পেলে ঈদকে টার্গেটে রাখব।'

মাল্টিপ্লেক্স বা সিনেমা হল খোলা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) জাহানারা পারভীন জানান, 'মাল্টিপ্লেক্স খোলার বিষয়ে আমাদের এখনো কোনো মিটিং হয়নি। এটা আমার নলেজে নেই। এখন মন্ত্রী মহোদয় কিংবা অন্য কেউ মিটিং করেছেন কি না, সেটা বলতে পারব না।' প্রদর্শক সমিতির সহসভাপতি মিয়া আলাউদ্দীন বলেন, 'সিনেপ্লেক্সগুলো খুলতে চায়, কারণ, তারা আলাদা প্রস্তুতি নিতে পারবে। কিন্তু সার্বিকভাবে সব হল কতটা সামাজিক দূরত্ব মেনটেইন করে দর্শককে সিটে বসাতে পারবে, সেটাকে বিবেচনায় আনতে হবে। তবে সরকার অনুমতি দিলে আমরা খোলার ব্যবস্থা করব।'

এদিকে সার্বিকভাবে সব প্রেক্ষাগৃহ খুলতে একাধিক চিঠি দিয়েছে প্রযোজক—পরিবেশক সমিতি। প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম বলেন, 'বিভিন্ন দেশ সিনেমা হল খুলে দিচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা বা সাড়া পাচ্ছি না। তাই দ্বিতীয়বার চিঠি দিয়েছি। জবাবের অপেক্ষায় আছি।' তিনি মনে করেন, প্রেক্ষাগৃহ খুললেও তেমন দর্শক সেখানে পাওয়া যাবে না। তবু স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে একজন দর্শকের ডানে, বাঁয়ে, পেছনে ও সামনের সিট খালি রেখে তাঁর বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ফাঁকা আসনের টিকিটের মূল্য সরকার দেবে। এতে প্রেক্ষাগৃহের মালিক ও ছবির প্রযোজক উভয়েই বাঁচবে।

চলে গেলেন 'ডান্স-মাস্টারজি' সরোজ খান

ভারতের হিন্দি সিনেমার রাজ্যে সাড়া জাগানো নাচের মুদ্রার প্রচলনকারী সরোজ খান আর নেই।৭১ বছর বয়সে তিনি ছেড়ে চলে গেলেন পৃথিবীর মায়া।তার নির্দেশনায় নাচের মুদ্রা দেখিয়ে বলিউড জয় করা নায়িকার তালিকা বেশ দির্ঘ। শ্রীদেবী থেকে শুরু করে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন- সবাই 'মাস্টারজির' একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।বলা হয় 'তেজাব' সিনেমার 'এক দো তিন' গানটি দিয়েই নৃত্য পারদর্শী মাধুরী দিক্ষিত লাইমলাইটে আসেন। আর এই কোরিওগ্রাফিটি করেন সরোজ খান।

ভক্ত, ছাত্র আর বলিউডে তিনি পরিচিত ছিলেন এই নামেই।মাস্টারজি বলতে এক ডাকে ছুটে আসতেন ভারতের আরেক নৃত্যগুরু প্রভুদেবা।১৯৪৮ সালে জন্ম নেয়া সরোজ খানের ক্যারিয়ার শুরু হয় শিশু শিল্পী হিসেবে। পঞ্চাশের দশকে ব্যাক আপ নৃত্যশিল্পী হিসেবে বেশ কিছু সিনেমায় কাজ করেন।স্বাধীনভাবে কোরিওগ্রাফির কাজ শুরু করে ১৯৭৪-এ। ছবির নাম ছিল 'গীতা মেরা নাম'।

সদ্য প্রয়াত সরোজখান তিনবার জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছেন। চার দশকেরও বেশি সময়ের নিজের ক্যারিয়ারে ২০০০ এরও বেশি গানে কোরিওগ্রাফ করেছেন তিনি। 'হাওয়া হাওয়াই', 'ধক ধক করনে লাগা', 'ডোলারে ডোলারে' গানগুলোর মত হাজারো গানে তার কোরিওগ্রাফি আজও অনেরে কাছে অনুকরণীয়।২০১৯-এ 'কলঙ্ক' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিতের গানে শেষ বারের মতো কোরিওগ্রাফি করেন তিনি।

জানা গেছে, ভারতীয় স্থানীয় সময় আনুমানিক রাত ২ টা ৩০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

গত ২০ জুন শ্বাসকষ্টের জন্য তাকে মুম্বইয়ের বান্দ্রাতে গুরু নানক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকায় কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়।সেই টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তার।

মাস্ক পরা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না: জেনিফার অ্যানিস্টন

মাস্ক পরার গুরুত্ব তুলে ধরে দায়িত্ববান হওয়ার পরামর্শ দিলেন হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন।নিজের ইন্সটাগ্রাম পেইজ ব্যবহার করে মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মাঠে নেমেছেন 'ফ্রেন্ডস'খ্যাত এই অভিনেত্রী। সঙ্গে কালো একটি মাস্ক পরা ছবিও দিয়েছেন ইন্সটাগ্রামে।তিনি লেখেন, "আমি বুঝি মাস্ক পরাটা কতটা অস্বস্তিকর আর অসুবিধাজনক। কিন্তু তোমাদের কি মনে হয় না এরচেয়েও খারাপ বিষয় হচ্ছে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চাকরি চলে যাচ্ছে, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অবস্থা খারাপ। আর বহু মানুষ মারা যাচ্ছে এই ভাইরাসে। কারণ আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না।" তিনি আরও লেখেন, "আমি এখনও মানুষের সাধারণ ভালো গুণের ওপর বিশ্বাস রাখি। আমি জানি আমরা একসঙ্গে এটা করতে পারবো। তারপরও অনেকেই এই সংক্রমণের মাত্রা কমাতে এবং অন্যজনকে নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।"অ্যানিস্টনের এই পোস্ট থেকে 'ই-এন্টারটেইনমেন্ট' আরও জানায়, ভক্তদের মাস্ক পরার বিষয়টা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিসেবে না ধরে সকল প্রকার বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করেন এই অভিনেত্রী।"মানুষ মনে করছে মাস্ক পরার বিষয়টা যেন তাদের কোনো অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা বলছে।"তিনি বলেন, "মানুষের জীবনের বিনিময়ে এই সাধারণ নিরাপত্তার বিষয়টা রাজনৈতিকরণ করার কোনো মানে নেই। এটা নিয়ে কোনো বিতর্কই থাকতে পারে না।"বার্তার শেষের দিকে তার ইন্সটাগ্রামের ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ অনুসরণকারী ভক্তদের অনুরোধ করে লেখেন, "যদি মানুষের জীবনের মূল্য দিতে চান, তাহলে দয়া করে মাস্ক ব্যবহার করুন আর আশপাশের মানুষদেরও এই ব্যাপারে উৎসাহ দিন।"বর্তমানে তার সঞ্চালনায় 'দি মর্নি শো'তেও একই কথা উল্লেখ করেন এই অভিনেত্রী।বলেন, "মাস্ক পরুন দায়িত্ববান হোন। সবকিছু খুলে যাচ্ছে মানেই এই নয় এটা নিরাপদ।"এবারই প্রথম নয়, এর আগেও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মহামারীর সম্পর্কে সচেতন করতে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জেনিফার অ্যানিস্টন।

নির্মাণে এলেন অভিনেত্রী ছন্দা

টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী গোলাম ফরিদা ছন্দা প্রথমবারের মতো কোনো নাটক নির্মাণ করছেন।জাতীয় শোক দিবসের জন্য 'জোছনা' শিরোনামে একটি টেলিভিশন কাহিনীচিত্র নির্মাণ করছেন তিনি।ক্রাউন এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় নাটকটি পরিচালনার পাশাপাশি এতে নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করবেন ছন্দা। শোয়েব চৌধুরীর গল্পে নাটকের চিত্রনাট্য ও সংলাপ করেছেন ফেরারী ফরহাদ।গোলাম ফরিদা ছন্দা বলেন, "অনেক বছর ধরেই তো অভিনয় করছি, কিন্তু কখনো পরিচালনায় আসার কথা ভাবিনি। জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নাটক নির্মাণের প্রস্তাব দিলে ভীষণভাবে বিষয়টি আমার মনে নাড়া দেয়। কাজটি করতে পারা সত্যিই অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।"এছাড়াও এবার ঈদে কামরুজ্জামান সাগরের পরিচালনায় 'বাবারা সব পারে' শিরোনামে একটি টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি।ছন্দা ছাড়াও ক্রাউন এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় এ সময়ের ১২ জন নির্মাতা শোক দিবসের নাটকগুলো নির্মাণ করবেন। এর মধ্যে আছে-গোলাম সোহরাব দোদুল, ফরিদুল হাসান, শামীম জামান, দেবাশীষ বিশ্বাস, আদিবাসী মিজান, তাজু কামরুল, মোস্তাফিজুর রহমান মানিক, সুজিদ বিশ্বাস, বন্ধন বিশ্বাস, আবু হায়াৎ মাহমুদ ও সুমন ধর।

মার্গো রবি: রানি থেকে জলদস্যু

পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ান'য়ের নতুন ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে হার্লি কুইন খ্যাত মার্গো রবি।সাগরে আবার ভাসতে চলেছে 'পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ান' ছবির জাহাজ। তবে আগের কোনো পর্বের সঙ্গে মিলই থাকছে না এই ছবিতে।সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তৈরি হতে যাওয়া এই ছবিতে কেন্দ্রিয় চরিত্রে অভিনয় করবেন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী মার্গো রবি।'সুইসাইড স্কোয়াড' ছবিতে হার্লি কুইন এবার তবে জলদস্যুই হচ্ছেন।এই প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িত একজনের সূত্র ধরে রয়টার্স জানায়, নারী জলদস্যুদের নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া এই ছবির কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে জনপ্রিয় ছবি নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে নারীদের দিয়ে অভিনয় করানোর এই কৌশল হলিউডে নতুন নয়।যেমন- ক্লাসিক ছবি 'ঘোস্টবাস্টার্স'। ২০১৬ সালের নতুন করে তৈরির করার পর দেখা গেল ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মেলিসা ম্যাককার্থি। 'ওশেন্স' ছবির সবগুলো পর্বেই ছিল পুরুষ কেন্দ্রিক। তবে ২০১৮ সালে 'ওশেন্স'৮' ছবিটা তৈরি করা হয় নারী অভিনেত্রীদের নিয়ে। যাদের মধ্যে ছিলেন সান্দ্রা বুলক এবং কেইট ব্ল্যানচ্যাট।সূত্র আরও জানায় নারী 'জলদস্যু' নিয়ে নতুন এই ছবির গল্প লিখেছেন, 'বার্ড অফ প্রে' খ্যাত চিত্রনাট্যকার ক্রিস্টিনা হডসন এবং প্রযোজনা করছেন 'পাইরেটস' ছবির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত চলচ্চিত্র নির্মাতা জেরি ব্রাকহেইমার।'দি হলিউড রিপোর্টার'য়ের উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্স আরও জানায়, গত বছর 'পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ান' ছবির যে নতুন পর্ব তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, এই ছবির আয়োজন সেটা থেকে সম্পূর্ণই আলাদা।

করনের 'কফি'র ধোঁয়া আর উঠবে কি?

হটস্টারে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে ষষ্ঠ সিজনের ট্রেইলার। কিন্তু 'কফি উইথ করন' আগের মতো চলবে কিনা ভাবাচ্ছে বলিউডবাসীদের।সুশান্ত সিং রাজপুতের মতো তরুণ একজন অভিনেতার আত্মহত্যা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বলিউড 'মাফিয়া'দের।বংশ পরম্পরার শিকার হয়েই সুশান্ত এভাবে চলে গেলেন কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকলেও নীরবে সোশাল মিডিয়া ছেড়েছেন সোনম কাপুর, আলিয়া ভাট, সোনাক্সি সিনহা। পরিধি ছোট করেছেন করন জোহর নিজের।অথচ এই করন জোহর মানেই বলিউডের রমরমা অবস্থা। সকল তারকাদের সন্তানের হাতেখাড়ি করানোর দায়িত্ব যেন তার।সেই দায়িত্বের ফাঁকে কি অবহেলিত তারকাদের গণ্ডির বাইরের বলিউডবাসীরা?এই প্রশ্ন বারবার আসছে সুশান্তের আত্মহননের পর।'বে-ফিকরে' সিনেমাটি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া. 'রামলীলা' সিনেমাতে অভিনয় করতে না দেওয়া-সহ হাজারও অভিযোগ করনকে আসামী করেছে সুশান্ত ভক্তদের চোখে।এবং 'কফি উইথ করন' অনুষ্ঠানটিকেও দোষারোপ করছেন সমালোচকরা। এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে ইচ্ছা করে কাউকে ছোট দেখানে হয় বলে অভিযোগটা আরও তীব্র হয়েছে।বিশেষ করে সুশান্তের মারা যাওয়ার পর বেশ কিছু পর্বের অংশ বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে যেখানে সুশান্তকে হেয় করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।এর মধ্যে কঙ্গনা রানাউতও একজন।এর আগেও করনের এই বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে নানা ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তারকাদের। সদ্য প্রয়াত ঋষি কাপুরের রোষানলে পড়তে হয়েছে সোনম কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে রনবীর কাপুরের সঙ্গে প্রেম নিয়ে মন্তব্য করার জন্য।দুই ক্রিকেটার, হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং কেএল রাহুল হয়েছেন অবাঞ্ছিত।কিন্তু প্রাণনাশের ঘটনা অন্তত ঘটেনি। সুশান্ত মরে গিয়ে প্রমাণ করলেন, মজা করা আর অপমানের মধ্যে সুক্ষ্ম পর্দা বিদ্যমান।

অসম : ধুবড়ির ব্রহ্মপুত্রে পুলিশি অভিযান বাংলাদেশে পাচারের পথে ৩৮টি গরু উদ্ধার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ শালমারায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ বাংলাদেশে পাচারের পথে ৩৮টি গরু উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি একটি যন্ত্রচালিত নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে কোনও পাচারকারীকে ধরতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুত্রামারা গ্রামে চুরির গরু পাচারের বিরুদ্ধে আজ রবিবার দুপুরে অভিযান চালিয়েছিল দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ। অভিযানের সময় পুলিশ দলের চোখে পড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীপথে যন্ত্রচালিত নৌকায় বোঝাই করে বহু গরু বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। পুলিশের অভিযানকারী দল মাঝিকে নৌকা আটকাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে পাচারকারী দুষ্কৃতীরা নৌকার গতি বাড়িয়ে ওপাড়ে পালানোর চেষ্টা করে।

পুলিশের দলও আরেকটি নৌকা নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে নৌকা ছেড়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় পাচারকারীরা। তবে পুলিশ যন্ত্রচালিত নৌকা-বোঝাই ৩৮টি চুরির গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সঙ্গে গরু পাচারে ব্যবহৃত যন্ত্রচালিত নৌকাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

রবিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকারনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ধুবড়ির ব্রহ্মপুত্রে পুলিশি অভিযান, বাংলাদেশে পাচারের পথে ৩৮টি গরু উদ্ধার, বাজেয়াপ্ত যন্ত্রচালিত নৌকা

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ শালমারায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ বাংলাদেশে পাচারের পথে ৩৮টি গরু উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি একটি যন্ত্রচালিত নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে কোনও পাচারকারীকে ধরতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুত্রামারা গ্রামে চুরির গরু পাচারের বিরুদ্ধে আজ রবিবার দুপুরে অভিযান চালিয়েছিল দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ। অভিযানের সময় পুলিশ দলের চোখে পড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীপথে যন্ত্রচালিত নৌকায় বোঝাই করে বহু গরু বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। পুলিশের অভিযানকারী দল মাঝিকে নৌকা আটকাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে পাচারকারী দুষ্কৃতীরা নৌকার গতি বাড়িয়ে ওপাড়ে পালানোর চেষ্টা করে।

পুলিশের দলও আরেকটি নৌকা নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে নৌকা ছেড়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় পাচারকারীরা। তবে পুলিশ যন্ত্রচালিত নৌকা-বোঝাই ৩৮টি চুরির গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সঙ্গে গরু পাচারে ব্যবহৃত যন্ত্রচালিত নৌকাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

রাতের শহরে কড়া পাহারা কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স):বিভিন্ন সময় রাতের শহরের বিরুদ্ধে উঠেছে নানান প্রশ্ন। এমনকি রাতের অন্ধকারে নানান ধরনের বেআইনি কাজ হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। আর তাই রাতের শহরে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

বিভিন্ন সময় রাত্রিবেলা শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা শহরে কি রাতে নেই মেয়েদের নিরাপত্তা।পাশাপাশি রাতের শহরে বেআইনি কাজের ও অভিযোগ উঠেছে। ফলে নিরাপত্তা”র অভাবে ভোগে শহরবাসী। আর শহরবাসীর সুরক্ষায় রত কলকাতা পুলিশ। এবার তাই দিনের পাশাপাশি রাতেও শহর জুড়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে শহরতলীর বিভিন্ন রাস্তায় প্রতিটি গাড়ির দাঁড় করিয়ে নাকা চেকিং চালায় পুলিশ।

বাঁকুড়ায় থিম ছেড়ে এবার সাবেকি পুজোতে মন

বাঁকুড়া, ৪ অক্টোবর (হি.স.): করোনার জের এবার সার্বজনীন দুর্গাপূজায়। বাঁকুড়া জেলার বিগ বাজেটের পুজো গুলি এবার থিম এর পরিবর্তে সাবেকি পুজো তে মজেছে। বিরাট বিরাট মডেল,প্যান্ডেল আলোকসজ্জাৰ এবার আর দেখা মিলবে না পূজামণ্ডপগুলোতে, থাকবে না কোনও থিমের বালাই। এৰ একটাই কারণ জনজীবনে করোনাভাইরাস এর আতঙ্ক। দীর্ঘ ছয় মাসের অধিক কাল ধরে সারা দেশজুড়ে চলছে করোনা ভাইরাসের দাপট,বহু মানুষ যেমন আক্রান্ত তেমনি চলে গেছে বহু জীবন। এই ভাইরাসকে প্রতিহত করতে বদলে গেছে জীবনযাত্রা। খুব প্রয়োজন না হলে বাইরে বেরোনো যেমন বন্ধ, দোকানপাট হাট বাজার সব ই সীমিত সময়ের মধ্যে, দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা, মুখে মাক্স স্যানিটাইজার এর ব্যবহার। এই দীর্ঘ সময় স্কুল কলেজ বন্ধ পড়াশোনা এককথায় শিখেয় উঠেছে, ব্যবসা। সাধারণ মানুষের হাতে নেই অর্থ, রোজগারের চিন্তায় আমজনতা এখন আকুল। এই পরিস্থিতিতে পুজো কমিটিগুলি আর ঝুঁকি নিতে নারাজ। সরকারি নির্দেশ মত ভিড় এড়ানোৰ ব্যবস্থা, করোনাভাইরাস এর বিরুদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরদিকে মানুষের রুজি-রোজগারের টান পড়ায় পুজো কমিটির তহবিল টান পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোন পুজো কমিটি আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তাই থিম পুজো বাদ দিয়ে এবার সাবেকি পুজো তে মন দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। বাঁকুড়া শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো হরেশ্বৰ মেলা-ইন্দারাগোড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ চেল বলেন, করোণা ভাইরাসের কারণে এবার আমরা সাবেকি পুজোতে মন দিয়েছি। ভিড় এড়াতে এটা একটা বড় উপায। পুজোতে আনন্দ উপভোগ করতে এসে ভক্ত-দর্শকদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবার আমাদের প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। দূর থেকে প্রতিমা ও মন্ডপ দর্শন করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছ।হৰেশ্বর মেলা পুজো কমিটিৰ অন্যান্যবারের বাজেট থাকে প্রায় ১৫থেকে ১৬ লক্ষ টাকা। এবার করোনা পরিস্থিতিতে তাদের বাজেট কমে প্রায় দু লক্ষ টাকা করা হয়েছে। শহরের অন্যতম আর এক বিগ বাজেটের পুজো লালবাজার সার্বজনীন একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।পনের লক্ষ টাকার পুজোর বাজেট কাটছাঁট করে এবার আনা হয়েছে তিন লক্ষ টাকায়। পুজো কমিটির সম্পাদক পরেশনাথ দাস মোদক বলেন শুধু পুজো প্যান্ডেলে নয়, এবার সরকারি নির্দেশ মতো বন্ধ রাখতে হয়েছে প্রতিদিন সংগীত অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান।আলোকসজ্জা অনেকটা সীমিত করা হয়েছে। করোনার আক্রমণ ঠেকাতে দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা, স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। অন্যতম, বিগ বাজেটের পুজো পুয়াবাগান সার্বজনীন এবার সবুজ বাংলা থিম করে দেবীর আরাধনায় করবে।সারা বিশ্বকে তথা বাংলাকে করোনার হাত থেকে মুক্ত করতে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হবে। তবে অন্যান্যবারের তুলনায় এবার তাদের বাজেট কিছুটা হলেও কম হবে জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক বিদেশ পাত্র। শহরের সবকটি বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তারা মোটামুটি ভাবে এবার সাবেকিয়ানা ফিরে যেতে চাইছে। শুধুমাত্র করোনা আতঙ্ক নয় করোনাৰ জেৰে প্রত্যেক পুজো কমিটি গুলির তহবিলের টান পড়বে এই আশঙ্কা থেকেই আগাম সর্তকতা হিসাবে এই পদক্ষেপ এমনটাই ধারণা আমজনতার।

কৃষি বিলের স্বপক্ষে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে বিজেপির জোরদার প্রচার

বাঁকুড়া, ৪ অক্টোবর (হি.স.): কৃষি বিল নিয়ে বিরোধীদের হইচই, প্রচার এর জবাব দিতে জেলাজুড়ে জোরদার প্রচারশুৰু কৰেছে বিজেপি। রবিবার সকালে বাঁকুড়া শহরে। কৃষি বিল এর স্বপক্ষে এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

এদিনের বিজেপির মিছিল থেকে বলা হয়, কৃষি-কৃষক ও দেশকে আত্মনির্ভর করতে কৃষি বিল পেশ করেছে কেন্দ্রের বিজেপি শাসিত সরকার।এর ফলে কৃষক যেমন বাঁচবে, দেশ ও তেমনি আত্মনির্ভর হবে। কৃষি বিল চালু হলে দেশে ফড়ে বা দালালদের খপ্পরে পড়তে হবে না কৃষককে।কৃষক নিজের পছন্দমত ফসল উৎপাদন করে নিজেই সরাসরি বিক্রি করতে পারবে অর্থাৎ পুরো ফসলের দাম কৃষকের হাতে আসবে।দালালদের কারবার বন্ধ হয়ে যাবে বলে এই আশঙ্কায় বিরোধীরা একজোট হয়ে কৃষি বিলিয়ে বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে। প্রকৃতপক্ষে কৃষি বিল কৃষকদের পক্ষে এই প্রচার চালানো হচ্ছে মিছিল সভা সমিতির মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, সপ্তাহব্যাপী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল সহকারে কৃষিবিলেৰ স্বপক্ষে প্রচাৰ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। এই কর্মসূচির লক্ষ্যে গত ১ অক্টোবর শালতোড়াতে, শনিবার দিন ছাতনা কমলপুরে মিছিলের আয়োজন করা হয়। আজ সকালে বাঁকুড়া শহরের হিন্দু স্কুল মোড় থেকে এক বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা করে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ডঃ সুভাষ সরকার বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র সহ জেলানেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দান করেন।-

পুজো কমিটির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে মেলা বন্ধন উৎসব কমিটি

রামপুরহাট, ৪ অক্টোবর (হি.স.): সরকারি নিয়ম বিধি মেনে রামপুরহাট ১ নং ব্লকের ১৪৯ টি পুজো কমিটি নিয়ে আলোচনা সভা করলো ব্লকের মেলা বন্ধন উৎসব কমিটি। এদিনের আলোচনা সভার মূল বিষয় ছিল অতিমারীর সময় সরকারি স্বাস্থ্য বিধি নিষেধ মেনে সুস্থ ভাবে পুজো পরিচালন। সেদিকটা লক্ষ্য রাখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যারা কমিটির সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করবে এবং পাশাপাশি সরকারি বিধি নিষেধ মানার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

রামপুরহাট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি পান্থ দাস বলেন, অতিমারীর সময় বিভিন্ন পুজো কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সুষ্ঠভাবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুজো পরিচালন করতে গেলে কি কি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি সমস্ত রকম প্রশাসনিক সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। এদিন পান্থবাবু বলেন, অতিমারীর সময় পুজো কমিটি গুলোর অবস্থা খুব খারাপ দেখে ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য দিচ্ছেন। আর তাতে সাধারণ মানুষ খুব খুশি। আমরা সকল পুজো কমিটিকে পুজোর আগাম শুভেচ্ছা জানাই।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্ত্রী ও সন্তানকে খুণের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

ক্যানিং, ৪ অক্টোবর (হি.স.): স্ত্রী ও মাস ছয়েকের পুত্র সন্তানকে খুন করে পলাতক স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার উত্তর হাটপুকুরিয়া গ্রামে। নিহতের নাম মোমেনা সর্দার (২২) ও সাহাদ সর্দার। অভিযুক্ত সফিউদ্দীন সর্দার ঘটনার পর থেকেই পলাতক। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় মানুষদের অনুমান সফিউদ্দীন ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করেছে স্ত্রীকে ও সন্তানকে গলা টিপে খুন করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঠিক কি কারণে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করলেন সফিউদ্দীন তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর মোমেনা ছিল সফিউদ্দীন এর দ্বিতীয় স্ত্রী। পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মোমেনার বাবা ইস্রাফিল এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইস্রাফিল বলেন, “প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তা গোপন করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল সফিউদ্দিন। বিষয়টি জানাজানি হতেই মেয়ের উপর অত্যাচার শুরু করে। আর এদিন ওকে খুন করলো। ছোট নাতিটিকেও মেরে ফেলল। আমি ওর শাস্তি চাই।” এলাকার সাধারন মানুষও এই ঘটনায় স্তম্ভিত।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা হাটপুকুরিয়া তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সিরাজ ঘরামী বলেন, “ কিভাবে ঐ ফুটফুটে শিশু ও স্ত্রীকে খুন করল ঐ যুবক ভাবতেই পারছি না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক।”

এলাকায় জুয়ার ঠেক চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার তেরো

জীবনতলা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): এলাকায় বেআইনি ভাবে জুয়ার বোর্ড চালানোর অভিযোগে মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করলো দক্ষিন ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার পুলিশ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার চরপাড়া এলাকায়। ধৃতদের রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে জীবনতলা থানার পুলিশ খবর পায় যে চরপাড়া এলাকায় বেআইনি ভাবে জুয়া খেলা হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে জীবনতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখান থেকে তেরোজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় প্রায় একষট্টি হাজার টাকা। বারুইপুর পুলিশ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন যোগ দেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন থানা এলাকায় বেআইনি মদের ঠেক, জুয়ার ঠেক সবই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

পুজোয় শিয়ালদহের ফুড প্লাজা না খোলার সম্ভাবনা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স):লকডাউন এর মাঝে নবরূপে সেজে উঠছে শিয়ালদহ স্টেশন। বর্তমানে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন। ফলে ব্যস্ততা নেই শিয়ালদহে। আর সেই সুযোগ বুঝে একেবারে ভোল বদলে ফেলেছে শিয়ালদহ। স্টেশনের ভিতরে হয়েছে ফুড প্লাজা। কিন্তু পুজোতেও শিয়ালদহে ফুড প্লাজা না খোলার সম্ভাবনা।ফলে কপালে চিন্তার ভাঁজ বিক্রেতাদের।

বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশনের ভিতরে ঢুকলে মনে হবে কোন এক শপিং মলে এসে গিয়েছি। বেশ কয়েক দিন ধরেই সাজছে শিয়ালদহ। সেখানে ভোজনরসিকদের জন্য তৈরি হয়েছে ফুড প্লাজা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রেল চলাচল খুব সীমিত থাকায় রেলে ক্ষতির পরিমান বেড়ে চলেছে। এরই মাঝে স্টেশনগুলির রেস্তোরাঁগুলি খোলা ও রান্না করা খাবার বিক্রির অনুমতি দিলেও পরিকাঠামো উপযুক্ত না থাকায়, অনুমতি পেয়েও রেস্তোরাঁ খুলছে না রেস্তোরাঁ কতৃপক্ষ ফলে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা।

দলিতদের যারা সর্বনাশ করছে, সেই বিজেপি ধ্বংস হয়ে যাবে, টুইট মমতার

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.): শাসক বিরোধীদলের টুইট যুদ্ধ অব্যাহত। মেয় রোডে বসে যখন বিজেপি মহিলা মোর্চারা মহিলাদের উপর নির্যাতন অত্যাচার বাড়ছে এই অভিযোগে শাসক দলকে বিদ্ধ করছে, ঠিক সেইসময় পাল্টা বিজেপির উপর একই অভিযোগ করে টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, “বিজেপি—শাসিত রাজ্যগুলিতে দলিতদের ওপর অত্যাচারের কথা আজ সবারই জানা। সে সব আর গোপন নেই। ওই দলের দলিত—বিরোধী নীতি আজকের তারিখে এবং এই যুগে জাতপাতের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়। তাঁদের (দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের) কষ্ট বিজেপি এবং এই দলের নেতাদের কখনওই শান্তিতে থাকতে দেবে না”।

টুইট করে থেমে যাননি মুখ্যমন্ত্রী এরপরের দুলাইন হিন্দিতে প্রতিবাদী ছড়াও লিখেছেন তিনি সেখানে লিখেছেন, 'দলিত দের যারা সর্বনাশ করেছে সেই বিজেপি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

লখিমপুরের শিমলুগুড়িতে করোনা-আক্রান্ত প্রৌঢ়ার মৃত্যু

শিমলুগুড়ি (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : উজান অসমের লখিমপুর জেলার অন্তর্গত শিমলুগুড়িতে অতিমারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জনৈক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। নিহত মহিলার নাম গুণ হাতিবরুয়া। বছর ৬৫-এর ওই মহিলার উচ্চরক্ত চাপ, ডায়াবেটিস সমেত একাধিক রোগ ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে র্যা পিড টেস্ট করার পর তাঁর শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। ততক্ষণে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে আইসিইউতে নিয়ে ভরতি করেন ডাক্তাররা। করোনায় আক্রান্ত গুণদেবীকে প্লাজমা থেরাপিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতে কাজ হয়নি। রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গুণ হাতিবরুয়া। তাঁর মৃত্যুতে শিমলুগুড়িতে শোকের বাতাবরণ সৃষ্টি হলেও করোনার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

কাঁকুড়গাছি জমজমাট রবিবাসরীয় ইলিশ উৎসবে

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স): খাদ্য প্রিয় বাঙালির পাতে ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছে মাছের রাজা ইলিশ। টিপ টিপ বা মুষলধারে বৃষ্টি মানেই খাদ্য প্রিয় বাঙালির ইলিশ চাই চাই। আর তাই করোনা আবহের মাঝেই কাঁকুড়গাছি জমজমাট রবিবাসরীয় ইলিশ উৎসবে।

শহর মম করছে ইলিশের গন্ধে। পকেট বুঝে বড়-মেজো-খোকা - যা মিলছে ভালোবেসে তা-ই ঘরে তুলছে শহরবাসী। আটপৌরে পদগুলো বটেই পাল্লা দিয়ে চলছে নিত্য নতুন রেসিপিও। সরষে বাটা আর কাঁচা লঙ্কার দিয়ে ইলিশ ভাপা জমিয়ে উপভোগ করছে বাঙালি। আর এরই মাঝে আজ রবিবার কাঁকুড়গাছি মাতল ইলিশ উৎসবে। বিধায়ক পরেশ পালের উদ্যোগে কাঁকুড়গাছি তে পালন হলো ইলিশ উৎসব।

নির্ধারিত সময়ের ১৩ ঘণ্টা আগেই খুলে গেল শিয়ালদা উড়ালপুল

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.): নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১৩ ঘণ্টা আগেই খুলে দেওয়া হলো শিয়ালদা সেতু। শুক্রবার থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর টানেল বরিং মেশিন বসানোর কাজের জন্য বন্ধ ছিল এই সেতু। কথা ছিল সোমবার ভোর পাঁচটা বা ছটার মধ্যে খুলে দেওয়া হবে সেতুটি। তার আগেই রবিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ খুলে দেওয়া হল এই সেতু। কেএমআরসিএল সূত্রে খবর, আগামী ৯ অক্টোবরের মধ্যেই টানেল বরিং মেশিন পৌঁছে যাবে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত। এছাড়াও মেট্রোর আধিকারিকরা জানিয়েছেন এই ব্রিজের নিচে যেখানে সুরঙ্গ খননের কাজ হয়েছে সেখানে আপাতত কোনও সমস্যা নেই। আর সেই কারণে আগে থেকেই খুলে দেওয়া হলো শিয়ালদহর এই বিদ্যাপতি সেতু।

প্রসঙ্গত, এমজি রোড থেকে বেলেঘাটা রোড পর্যন্ত শিয়ালদহ উড়ালপুলের অংশটি শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে বন্ধ ছিল। সেই কারনে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাড়িগুলিকে। ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা অবধি বন্ধ থাকার কথা থাকলেও এদিন বিকেলেই খুলে দেওয়া হয় সেতুর বন্ধ থাকা অংশ।

মেয়ো রোডে ধরনা বিজেপির মহিলা মোর্চার

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : হাথরস গণধর্ষণ কান্ডের তোলপাড় দেশ থেকে রাজ্য। এরই মাঝে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলল বিজেপি। রবিবার নারী নিরাপত্তা নিয়ে কেন চুপ রাজ্য সরকার এই দাবিতে মেয়ো রোডে ধরনায় বিজেপির মহিলা মোর্চা।

ইতিমধ্যেই হাথরস গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রতিবাদের নামে রাজ্যের শাসক দল। কিন্তু এরই মাঝে ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপির অভিযোগ রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে কেন চুপ রাজ্য সরকার? রাজ্যের নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে চেপে দেওয়ার অভিযোগ তোলে বিজেপি। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ধরনায় বিজেপির মহিলা মোর্চা।

রামপুরহাটের নার্সিং হোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

রামপুরহাট, ৪ অক্টোবর (হি.স.): ফের নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠলো। ঘটনার আকস্মিকতায় মৃতার স্বামী নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন বলেন। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোন অভিযোগ জমা পড়ে নি।

ওই নার্সিং হোমের চিকিৎসক ও শাসকদলের নেতা অশোক চট্টোপাধ্যায়কে বার বার ফোন করা হয় ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি বা তাঁকে টেক্সট মেসেজ করলে, তার উত্তর দেন নি।

জানা গেছে, কিছু দিন আগে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগে ভাঙচুর হয়। তারপর ওই ঘটনার জেরে ভাঙচুরকারীদের মধ্যে কয়েকজন গ্রেফতার হয়। এদিন অবশ্য সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি।এবায অক্সিজেন না দেওয়ায় মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ রোগীর পরিবারের। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। মৃতার নাম সখী মাল। তার বাড়ি বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার মথুরাপুর গ্রামে। ঘটনায় নার্সিংহোম কতৃপক্ষের বিরূদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন মৃতার পরিবার।

জানা গিয়েছে, সাতদিন আগে অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর সখী মাল নামে ওই প্রসূতিকে রামপুরহাটের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে অস্ত্রপচার করে করে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি। নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকার সময় অর্থাৎ ছুটি দেওয়ার তিন দিন আগে গলায় ব্যাথা ও বুকে ব্যাথার কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথা চিকিৎসককে জানালেও ওষুধ পত্র লিখে দিয়ে রোগীকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গতরাতে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে ফের সেই নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। অভিযোগ, রোগীকে নার্সিংহোমে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এর পর তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে আজ সকালে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন রোগীর পরিজনেরা। যদিও, রবিবার বিকেল পর্যন্ত কোন অভিযোগ জমা পড়ে নি। এব্যাপারে রামপুরহাট থানায় ফোন করলে আইসি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বলেন, এব্যাপারে রামপুরহাট থানায় কোন অভিযোগ জমা পড়ে নি

রবিবার আগরতলায় বিজেপির কার্যকারীন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পুজো কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক সাহায্য নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক গোঘাটে

হুগলি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব।তবে করোনা পরিস্থিতিতে পকেটে টান সকলের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেক পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা প্রদানের ঘোষণা আশার আলো দেখিয়েছে পুজো কমিটিকে। এই অবস্থায় রবিবার হুগলির গোঘাট ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন পুজো কমিটির সাথে মিটিং এ বসলেন স্থানীয় বিধায়ক মানস মজুমদার ও পুলিশ প্রশাসন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব-দেশ-রাজ্যকে কাঁপিয়ে তুলেছে করোনাভাইরাস। এই করোনাভাইরাস এর ফলে মানুষকে মেনে চলতে হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব। দীর্ঘদিনের লকডাউনে পকেটে টান সকলের। অর্থ একেবারে নেই বললেই চলে, ফলে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির মাথায় হাত। তাই যাতে দুর্গাপুজো কমিটিগুলি প্রতিবছরের ন্যায় বড় বাজেটের পুজো করতে না পারলেও দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয় তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে কমবেশি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেক পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে রবিবার গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার গোঘাট ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন পুজো কমিটির সাথে মিটিং এ বসলেন উপস্থিত ছিলেন গোঘাট এক তৃণমূল ব্লক সভাপতি নারায়ন চন্দ্র পাল, ছিলেন প্রশাসনিক কর্তা এসডিপিও অভিষেক মন্ডল ও গোঘাট থানার প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সমস্ত মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয় গোঘাট থানার সভাগৃহে।

অসমে কংগ্রেস-এআইইউডিএফ জোটে মোহর, মহাজোটের অভিভাবক তরুণ গগৈ, বক্তা বদরউদ্দিন

গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : জল্পনার অবসান ঘটিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের প্রাক-নির্বাচনী জোট বন্ধন। আজ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বন্ধনে সিলমোহর পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী কাকে বানানো হবে এক জিজ্ঞাসার জবাবে এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমল তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, মহাজোটই আসন্ন নির্বাচনে সরকার গড়বে এবং মুখ্যমন্ত্রী হবেন কংগ্রেস দলের নেতা। তাছাড়া মহাজোটের অভিভাবক থাকবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তরুণ গগৈ, বলেছেন সাংসদ আজমল।

গতকাল শনিবার দিশপুরে বিধায়ক আবাসে এআইইউডিএফ-এর কোর কমিটির দুদিবসীয় বৈঠক শুরু হয়েছিল। আজ রবিবার বৈঠক শেষ হয়েছে। দলের কোর কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস এবং অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন দলের সঙ্গে মহাজোট বন্ধনের ক্ষেত্রে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরউদ্দিন আজমল মোহর মেরেছেন। মহাজোট বন্ধনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আজমল। বলেন, তরুণ গগৈ সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর নব-উদ্যমে জোটবদ্ধ দলের গতি বাড়বে। গগৈ হবেন সকলের অভিভাবক।

এদিকে বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধী সমমনোভাবাপন্ন সকলের সঙ্গে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ মিত্রতা করতে তৈরি। তাই তিনিও বিজোপি-বিরোধী সব দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই মহাজোটে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছন আমিনুল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

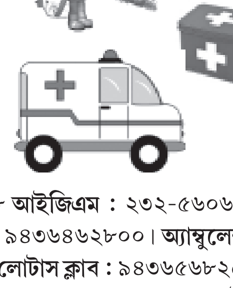

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি বিধায়কদের মন্তব্যের বিরোধিতায় ফিরহাদ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ উত্তাল দেশ। এর মধ্যেই বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিজেপি বিধায়ক সুরেন্দ্র সিংয়ের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একযোগে বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের নিন্দাও করেছেন তিনি।

হাথরাসের গণধর্ষণকাণ্ড প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক সুরেন্দ্র সিং বলেন, 'বাড়ির মেয়েদের সঠিক সংস্কার দিক পরিবার। না শাসন করে. না তলোয়ার চালিয়ে শুধুমাত্র মেয়েদের সঠিক সংস্কারেই এই ধরণের ঘটনা আটকান সম্ভব'।

অন্যদিকে আরেক বিজেপি বিধায়ক জানিয়েছেন, নির্যাতিতার সঙ্গে অভিযুক্ত প্রনয়ের সম্পর্ক ছিল। প্রেমিকের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই নির্যাতিতা। পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক প্রশ্ন তুলেছেন, নির্যাতিতা মা ও ভাইয়ের সঙ্গে ঘাস কাটতে গিয়েছিল মাঠে তাহলে সে বাজরার ক্ষেতে কি করছিল?

এই দুই বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে ফিরহাদ হাকিম জানান, 'অত্যন্ত নোংরা রুচির মানুষ তারা। এরা ধর্ষণ হওয়ার পর, মৃত্যুর পর ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে কথা বলে। নারী মানেই মাতৃজাতি। এরা মায়ের সম্মান করা শিখুন।' পাশাপাশি পুরমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'শুধু নাথুরাম গডসের পুজো করলে ভারতবর্ষের মানুষের মন জয় করা যাবে না। তার জন্য মানুষের পুজো করতে হবে'।

বাকি মাত্র ১৮, কুমোরটুলিতে তুঙ্গে ব্যস্ততা

কলকাতা,৪ অক্টোবর (হি স): হতে গুনে আর মাত্র ১৮ দিন। তারপরেই শহরবাসী মাতবে দূর্গা পুজোর আনন্দে। ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেল গুলির প্রস্তুতি তুঙ্গে। আর তাই চরমে ব্যস্ততা কুমোরটুলি শিল্পীদেরও। জোর কদমে চলছে ঠাকুর বানানোর কাজ।

ইতিমধ্যেই দিনগুনা আরম্ভ করে দিয়েছে শহরবাসী। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে একটা দিনও ভাল কাটাতে পারেনি শহরবাসী। সেরকমই করোনা আবহে চরম সমস্যায় পড়ে কুমোরটুলির শিল্পীরা। যদিও পুজো এগিয়ে আসতেই মুখে স্বস্তির হাসি শিল্পীদের। চলতি বছরের শুরুর দিকে বায়না না থাকলেও পুজোর দিন এগিয়ে আসতে কুমোরটুলি শিল্পীদের মুখে ফুটেছে হাসি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকও হয়েছে পরিস্থিতি। জোর কদমে চলছে ঠাকুর বানানোর কাজ। ঠিক সময় ঠিক জায়গায় মাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পৌঁছে দিতে কোনও প্রতিমায় চলছে মাটির শেষ প্রলেপ, কোনও প্রতিমায় সবে শুরু হয়েছে রঙের কাজ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জোরকদমে চলছে মূর্তি বানানোর কাজ।

দ্বার খুলল ফুলবাগান মেট্রোর উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স):দীর্ঘ ২৫ বছর পর ফের তিলোত্তমায় উদ্বোধন হল পাতাল স্টেশনের। বহু প্রতিক্ষার শেষে রবিবার দ্বার খুলে গেলো ফুলবাগান মেট্রোর স্টেশনের। ভিডিও কলিং -এ ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গয়াল।

করোনা কাঁটায় ভুগছে দেশ থেকে রাজ্য। আর তাই করোনা আবহে দিল্লি থেকে অনলাইনেই ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করলেন পীযূষ গয়াল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী বলেন, ''আজ কলকাতা মেট্রোর মুকুটে নয়া পালক যুক্ত হল। কলকাতার একপ্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্ত জুড়বে এই মেট্রো। এই প্রকল্পে অনেক বাধা ছিল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা অসীম দক্ষতায় সব বাধা পেরিয়েছেন। ফুলবাগান মেট্রো প্রকল্প ত্বরান্বিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কারণে। কলকাতার মানুষের কথা ভেবেই কাজে গতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাড়ানো হয়েছে''।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রীর পাশাপাশি দিল্লি থেকে অনলাইনে যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও দেবশ্রী চৌধুরীয়। এছাড়াও কলকাতায় অনুষ্ঠানে দেন বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত, মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

নিউ নরমালে যাত্রীদের সুবিধার্থে চালু হয়েছে মেট্রো। নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত চলছে মেট্রো। করোনা আবহে একাধিক নিয়ম মেনে ছুটছে মেট্রো। আর এরই মাঝে পুজোর আগেই কলকাতাবাসীর জন্য রবিবার উদ্বোধন হলো সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত চালু হল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। এই স্টেশনে ঢোকার জন্য থাকছে ৪টি গেট। থাকছে এসকেলেটর থেকে সিঁড়ি। এমনকি কলকাতার বুকে এই প্রথম কোনও মেট্রো স্টেশন চালু হচ্ছে যেখানে প্ল্যাটফর্মে থাকছে স্লাইডিং ডোর যা শুধুমাত্র ট্রেন এসে থামলে তবেই খুলবে আর ট্রেন ছাড়ার আগেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনা এখন অনেকটাই ঠেকানো যাবে।

এদিকে, আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে যাত্রীদের জন্য এই স্টেশন থেকে পরিষেবা চালু করে দেওয়া হবে। নতুন স্টেশন যোগ হওয়ার পরে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পথের বর্তমান দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৫ কিলোমিটার। এত দিন সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত মেট্রোর সর্বোচ্চ ভাড়া ছিল ১০ টাকা। এ বার ফুলবাগান পর্যন্ত সেই সর্বোচ্চ ভাড়া হবে ২০ টাকা। এটাও মনে করা হচ্ছে যে এই স্টেশন চালু হয়ে গেলে কিছুটা হলেও বাড়বে যাত্রী। তবে আগামীকাল থেকেই কিন্তু ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। যাত্রী সংখ্যা কতটা বাড়ছে বা কোন সময়ে বাড়ছে সেটা দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের প্রথম মাটির নীচে স্টেশন হচ্ছে এই ফুলবাগান স্টেশন। এর আগে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যে স্টেশনগুলি চালু হয়েছে সবকটিই মাটির ওপরে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে দীর্ঘ ২৫ বছর বাদে কলকাতা আবার একটি ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন পেল। এর আগে শহরের বুকে শেষ ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো রেল স্টেশন যা চালু হয় তা ছিল মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনটি। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেটি চালু হয়। শহরের বুকে মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনের পরে এই ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনই হচ্ছে নবীনতম ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন।

কৃষকদের ভাগ্য বদলে দেবে নতুন কৃষি আইন : প্রকাশ জাভরেকর

পানাজি, ৪ অক্টোবর (হি. স.): সংস্কারমুখী তিনটি নতুন কৃষি আইন কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবে বলে রবিবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

রবিবার গোয়ায় পানাজিতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, সময় ধরে দেশের কৃষিক্ষেত্র যে বুনিয়াদি সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আসছিল তা দূর করবে এই নতুন কৃষি আইন। দীর্ঘ দশক ধরে বঞ্চিত হয়ে আসা কৃষকরা এখন নিজেদের ফসলের দাম নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে।এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট কমিটি বা খোলাবাজারে বিক্রি করতে পারবে কিনা সেটা বেছে নিতে পারবে কৃষক নিজে।এক দেশ এক কৃষি বাজারের লক্ষ্য পূরণ করবে এই নতুন আইন।

তিনি আরও বলেন, যেমন এক দেশ এক রেশন কার্ড, এক দেশ এক পরীক্ষা (ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি)। ঠিক তেমনি নতুন কৃষি আয় এক দেশ এক বাজার তৈরি করতে সহায়তা করবে। কৃষকের জমির অধিকার কৃষকেরই থাকবে শুধুমাত্র ফসলের ওপরই চুক্তি হবে।চুক্তিভিত্তিক ফসলের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি, নতুন বীজ এবং বিনিয়োগ দুটোই আসবে।

মক্কা নগরী

তিনের পাতার পর

সৌদি আরবে অবস্থান করা এবং বাইরে থেকেও হজ ও ইবাদতের উদ্দেশে সব মুসলিমকে মসজিদুল হারামে ঢুকতে দেওয়া হবে। সেই সময় প্রতিদিন ২০ হাজার জন ওমরাহ হাজি এবং ৬০ হাজার ইবাদতকারীকে মসজিদুল হারামে ঢুকতে দেওয়া হবে, যা মোট ধারণক্ষমতার সমান।

ফুলবাগান মেট্রো প্রকল্পে দেরির জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন রেলমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.): বহু অপেক্ষার পর রবিবার উদ্বোধন করা হল ফুল বাগান মেট্রো স্টেশনের। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার থেকেই পরিষেবা শুরু হবে এই নতুন মেট্রো স্টেশনে। যাত্রীরা এই স্টেশন থেকেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সুবিধা পাবেন। তবে এই প্রকল্পে দেরির জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছেন রেল মন্ত্রী পীযুষ গয়াল।

এদিন ফুল বাগান মেট্রো স্টেশনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী পীযুষ গয়াল, মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার মনোজ যোশী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ভারপ্রাপ্ত) ও দেবশ্রী চৌধুরী, বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত, মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয় প্রমুখ। কৈলাস বিজয়বর্গীয়-ই কলকাতায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

এদিন রাজ্যকে নিশানা করে রেলমন্ত্রী বলেন, "ফুলবাগান মেট্রো প্রকল্প ত্বরান্বিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কারণে। কলকাতার মানুষের কথা ভেবেই কাজে গতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাড়ানো হয়েছে।" অন্যদিকে এই প্রকল্পে দেরির জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ কলকাতা মেট্রোর মুকুটে নয়া পালক যুক্ত হল। কলকাতার একপ্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্ত জুড়বে এই মেট্রো। এই প্রকল্পে অনেক বাধা ছিল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা অসীম দক্ষতায় সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করেছেন"। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ২৫ বছর পর কলকাতা শহরে আবার কোনও পাতাল স্টেশনের উদ্বোধন হল। সোমবার থেকে শুরু হবে যাত্রী পরিষেবা।

প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই শহরবাসীর সকল প্রতীক্ষার অবসান। কারণ মহানগরী সেজে উঠবে আলোয়। আর আলো মানেই বাঙালি বুঝে যায় পুজো এসে গেছে। আর বেশি সময় বাকি নেই তাই শহরজুড়ে প্যান্ডেলে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে।

যদিও চলতি বছর করোনা কাঁটায় মন খারাপ সকলের। কিন্তু কলকাতায় পুজো হবে না এটা তো হতেই পারে না। তাই শহরবাসীকে পূজামণ্ডপে স্বাগত জানাতে ইতিমধ্যেই জোর কদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই বাঁশ পড়ে গিয়েছে বিভিন্ন পুজো মন্ডপে চলছে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। আর মাত্র ১৭দিন নিউ নরমালে ৭৫ পল্লী, সমাজসেবী সংঘ থেকে টালা বারোয়ারি সর্বত্রই জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি।

ক্ষেতি বাঁচাও যাত্রা শুরু করলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.): হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় কৃষি আন্দোলনকে হাতিয়ার করে কার্যত রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে নেমে পড়েছে কংগ্রেস।সেই লক্ষ্যকে আরো সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে রবিবার সকালে তিন দিনের ক্ষেতি বাঁচাও যাত্রা শুরু করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। আগামী তিন দিন আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। তাদের অভাব অভিযোগ মন দিয়ে শুনবেন রাহুল গান্ধী। এই কটা দিন কৃষকদের হয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন তিনি। এছাড়াও জনসমাবেশ এবং ট্রাক্টর মিছিলেও অংশগ্রহণ করবেন তিনি। রবিবার সকালে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর ১০ জনপদের বাসভবন থেকে এই যাত্রার সূচনা করেন রাহুল গান্ধী। রাজনৈতিক মহলের মতে কৃষক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে হারানো রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট রাহুল গান্ধী।

৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দিল্লির সমস্ত স্কুল

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.): দিল্লিজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।এমন পরিস্থিতিতে স্কুলপড়ুয়াদের নিরাপত্তা দিকটি খতিয়ে দেখে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গোটা দিল্লিজুড়ে স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। রবিবার এই কথাই জানিয়েছেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। এদিন তিনি জানিয়েছেন যে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বন্ধ থাকবে।উল্লেখ করা যেতে পারে আগে দিল্লি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকবে। কিন্তু সেই ছুটির দিন আরও সম্প্রসারিত করা হল। প্রসঙ্গত বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা ভারতজুড়ে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৭৫, ৮২৯। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৬৫ লাখের বেশি।

পরিশুদ্ধ পানীয় জলে গাড়ি ধুলে নোটিশ দেবে পুরসভা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : জলের অপচয় রুখতে এবার উঠে পড়ে লেগেছে পুরসভা। পরিশুদ্ধ পানীয় জল দিয়ে গাড়ি ধুতে দেখলেই এবার সেই গাড়ির মালিককে নোটিশ দেবে পুরসভা। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে ওয়ার্ড কো-অডিনেটর ও জল বিভাগের আধিকারিকদের জল অপচয় রুখতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি পুরসভার এক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, যে পরিমাণে পরিশুদ্ধ পানীয় জল উৎপাদন করা হয় প্রতিদিন তার ৩০ শতাংশ জল অপচয় হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর এই রিপোর্টের পরই নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভা। একদিকে শহরজুড়ে জলের অপচয়। অন্যদিকে, শহরে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব রয়েছে। হামেশাই চোখে পড়ে কলকাতা শহরের অনেক রাস্তায় পরিশুদ্ধ পানীয় জলের কলের মুখ খোলা। ফলে বিপুল পরিমাণে জল অপচয় হয় প্রতিদিন। এই জল অপচয়কে বন্ধ করতেই এবার কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

যদিও পুরসভার আধিকারিকদের অভিযোগ, পানীয় জলের পাইপের মুখে কল লাগানো হলেও স্থানীয়রা বারবার ভেঙ্গে দেয়। পুরসভা সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে কলকাতা শহরে জুড়ে প্রায় ৪০ হাজার পরিশুদ্ধ পানীয় জলের কল রয়েছে কলকাতা পুরনিগমের। তাঁর মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার কলের মুখ ভাঙ্গা। তাই উৎপাদিত পরিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রায় ৩০ শতাংশ জল প্রতিদিন অপচয় হচ্ছে। এ ছাড়াও জল অপচয়ের কারণ তল্লাশি করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি কারণ নজরে এসেছে কলকাতা পুরসভার। বেশ কিছু এলাকায় কোটা বড়ি গুলির ভেতরেও জলের পাইপে কল লাগানো নেই। অনেকেই প্রয়োজনের থেকে বড় মাপের ফেরুল বসিয়ে বেশি পরিমাণে জল টেনে নিচ্ছে নিজেদের বাড়িতে। রিজার্ভার থেকে বহু ক্ষেত্রেই জল অপচয় হচ্ছে। ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে জল পড়েও অপচয় হয় প্রতিদিন। আবার কিছু মানুষ কলগুলি থেকে জল ভরে বিভিন্ন এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল বিক্রি করছে।

এছাড়াও কারণ তল্লাশি করতে গিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ দেখেছে বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি ও ট্যাক্সি ধোয়া হচ্ছে কলকাতা পুরসভার বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করে। গাড়ি ধোঁয়ার জন্য অপরিশোধিত গঙ্গা জলের কল শহরে বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে।

শ্রীনগরে গৃহবধূ নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। শ্রীনগর থানা এলাকার জারুলবাচাইয়ে নির্যাতিত হয়েছেন এক উপজাতি গৃহবধূ। এ ব্যাপারে নির্যাতিতা গৃহবধূর বাপের বাড়ি থেকে থানায় অভিযোগ তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থল শ্রীনগর থানা এলাকার বাহা মনি পাড়া। ঘটনার বিবরণে জানা যায় জারুল বাছাই এলাকার বাবুল দেববর্মা তার মেয়েকে সামাজিক প্রথার বাহা মনি পাড়ায় বিয়ে দেন।বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী টাকা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই পারিবারিক কলহ শুরু হয়। এরই জের ধরে গৃহবধূকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গৃহবধূ স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় দেয়।বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পরই শ্রীনগর থানায় অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

বিরোধী এবং একনায়কতন্ত্রের বিশ্বাসী। আর তাদের রিতিনীতি রাজ্যের সাংবাদিকরাও ভুলে যায়নি। তাদের রক্ত চক্ষুর কাছে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতে পারত না। খবরের কাগজ অন্যথায় যেতে পারত না, ক্যাডার এবং প্রশাসনিকভাবে কার্যক্রম চালাতে তারা বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি বলেন, রাজ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাও হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ডাকাতি ০৩, ছিনতাই ০৮, সিঁধ কেটে চুরি ১৩৩, চুরি ২২০, জমি সংক্রান্ত অপরাধ ৩৫৪, খুন ৮০, শারীরিক আহত করা ১০৯৬, শারীরক নিগ্রহ করা ১১৭৬, ধর্ষণ ১০৬,অপহরণ বা নিখোঁজ ৮৬ এবং শ্লীলতাহানি ১৩৭টি।

২০২০ সালে ডাকাতি ০১, ছিনতাই ০৪, সিঁধ কেটে চুরি ৭৭, চুরি ১৮৭, জমি সংক্রান্ত অপরাধ ২৫৯, খুন ৬৩, শারীরিক আহত করা ৭০৮, শারীরক নিগ্রহ করা ৭৭১, ধর্ষণ ৮৫,অপহরণ বা নিখোঁজ ৬২ এবং শ্লীলতাহানি ৯৭টি। এই তথ্য জুলাই মাস পর্যন্ত। ভারতীয় জনতা পার্টি চাইছে পুলিশের মাধ্যমে সেসব অপ্রীতিকর ঘটনা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে চায়। আর সে অনুযায়ী গণতান্ত্রিকভাবে কাজ চলছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসনকে ক্ষমতা দিয়েছে যাতে পার্টি অফিস গুলি বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকছে অভিযান চালানোর। রাজ্যের কিছু মানুষের এমনটাও অভিযোগ রয়েছে সিপিএম পার্টি অফিসে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সুতরাং ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কোন ধরনের সন্ত্রাস মূলক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবে না। আর যারা সন্ত্রাসের প্ররোচনা করছে তারা যাতে সহসাই সঠিক পথ অবলম্বন করে তার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র।

আত্মহত্যা

● **প্রথম পাতার পর**

নবম শ্রেণির এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী ছাত্রীর নাম দিয়া দাস। পারিবারিক কলহের জেরে নবম শ্রেণীর ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিয়ার বাবার সঙ্গে তার মার যোগাযোগ ছিল না। বহু আগেই দিয়াকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

বাপের বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতো তারা। ভাড়া বাড়িতেই ছাত্রীটি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা যায়। পানিসাগর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রীর ফাঁসিতে আত্মহত্যার সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে।

চব্বিশ

● **প্রথম পাতার পর**

অঞ্চলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী। ভারতে মোট আক্রান্তের ৮৪.১৩শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৯,৩৭,৬২৫ । তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে মৃত্যু ছাড়িয়েছে ১ লক্ষ। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ০১, ৭৮২জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা।

মামলা

● **প্রথম পাতার পর**

যুবতীকে তার বাপের বাড়িতে এনে ফেলে চলে যায় ওই যুবক। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে যুবতীটি যুবকের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করেছে।প্রতারণার মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত প্রতারক যুবকটির নাম সাগর দাস বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর কোনো সংবাদ নেই। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চালক

● **প্রথম পাতার পর**

এর পেছনে রয়েছে কোন গভীর রহস্য!কিন্তু সন্ধ্যা রাতে কোন গাড়ি চালকের দ্বারা মহিলার ছুরিকাঘাতের ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

স্বামী

● **প্রথম পাতার পর**

স্ত্রী সবিতা প্রধানকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই।স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঈশানপুর নন্দলাল দাসপাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মোহনপুরে

আটের পাতার পর

এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন। তখন ওই ওই দুই নেশাগ্রস্ত যুবককে আটক করে পুলিশে খবর দেন এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ ছুটে এসে নেশাগ্রস্ত দুই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে সুধায় থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে আটক দুই যুবকের মধ্যে একজন কল্যাণ দেববর্মা। তার বাড়ি খোয়াইয়ের বাঁচায় বাড়ি এলাকায়। অপরজন সোনাই এলাকার মাচাং দেববর্মা। পোড়াবাড়ি এলাকার লোকজন জানিয়েছেন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অধিক রাত পর্যন্ত বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। তখন ঐ তারা বাধ্য হয়ে পুলিশকে খবর দেন।।

ব্যালচন্দ্র যাদব

আটের পাতার পর

বয়স হয়েছিল ৬২।পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন ব্যালচন্দ্র যাদব। কয়েক সপ্তাহ আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ সালে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের খালিলাবাদ কেন্দ্র থেকে সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০০৪ দলবদল করে বিএসসির হয়ে ওই একই কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০০৯ এবং ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেও হেরে যান। তার দুই পুত্র ও কন্যা রয়েছে। সন্ত কবীর নগর জেলার পৈত্রিক ভিটে ভাগতা গ্রাম থেকে তার শেষ যাত্রা বের হবে এখানেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। ব্যাল চন্দ্র যাদবের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টি লোহিয়া নেতা শিবপাল সিং যাদব।

াঙ্গন

শশাঙ্ক মনোহরকে ধুয়ে দিলেন শ্রীনিবাসন

এন শ্রীনিবাসন যেন কেবল এই সময়টির অপেক্ষাতেই ছিলেন। শশাঙ্ক মনোহর আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছাড়ার পরই তাকে ঝাঁঝালো ভাষায় আক্রমণ করলেন শ্রীনিবাসন। আইসিসির সাবেক এই চেয়ারম্যানের মতে, মনোহর একজন ভারত-বিরোধী এবং ভারতীয় ক্রিকেটের বিশাল ক্ষতি করেছেন।

আইসিসি বুধবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সাড়ে চার বছর দায়িত্ব পালনের পর চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মনোহর। এর পরপরই টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সাবেক চেয়ারম্যান শ্রীনিবাসন বলেছেন, বাস্তবতা বুঝেই মনোহর পালিয়ে গেছেন।

“ বিসিসিআইয়ে নতুন নেতৃত্ব (সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে বর্তমান বোর্ড) আসার পরই শশাঙ্ক বুঝে গেছে, সে আর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে না। এই সুযোগই সে কাজে লাগিয়েছে। সে জানত যে তার দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, এজন্যই ভেগে গেছে।”

২০১৪ সালের জুনে আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীনিবাসন। ২০১৫ সালের নভেম্বরে নাটকীয় এক পালাবদলে তাকে সরানোর পর দায়িত্ব পান মনোহর।মনোহরের প্রতি শ্রীনিবাসনের প্রবল ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে কথাতেই। তার মতে, মনোহর কখনোই ভারতের স্বার্থ দেখেননি।

“ আমার ব্যক্তিগত মত হলো, শশাঙ্ক ভারতীয় ক্রিকেটের এতটাই ক্ষতি করেছে যে তার বিদায়ে ভারতের ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি দারুণ খুশি হবে। আর্থিকভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষতি করেছে সে, আইসিসি ভারতের সুযোগের বড় ক্ষতি করেছে সে। সে চূড়ান্ত ভারত বিরোধী এবং বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে।”

“ সে এখন পালিয়ে যাচ্ছে, কারণ সে জানে, ভারতীয় বোর্ডের এখনকার নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো সম্মান সে পাবে না। সে বিশাল ক্ষতি করেছে ভারতের।”বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের গুরুত্ব কমানো নিয়ে মনোহরের প্রতি শ্রীনিবাসনের যে ক্ষোভ, সেই একই কারণে মনোহরের প্রতি ক্রিকেট বিশ্বের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে নানা সময়ে। শ্রীনিবাসন আইসিসির দায়িত্ব নেওয়ার পর মূলত তার ভাবনা ও উদ্যোগ থেকেই জন্ম হয়েছিল ‘বিগ থ্রি’ ধারণার। যেটি নিয়ে সে সময় আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল তুমুল।

ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বোর্ড মিলে বিশ্ব ক্রিকেটে ছড়ি ঘোরানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আইসিসির রাজস্বের একটা বড় অংশ এই তিন বোর্ড মিলে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ছক করা হয়েছিল। আর্থিক দাপটের পাশাপাশি বিশ্ব ক্রিকেটের সার্বিক কর্তৃত্বও থাকত তাদের হাতে। অন্য দেশের বোর্ডগুলো ছিল অস্তিত্বের সঙ্কটে। সব সমালোচনা উপেক্ষা করে শ্রীনিবাসন তার ভাবনা কার্যকর করেছিলেন। তবে সেটি দীর্ঘায়িত হয়নি মনোহরের কারণে। দৃশ্যপটে মনোহরের আবির্ভাবে ভেস্তে যায় ‘বিগ থ্রি।’

শ্রীনিবাসনকে ঘিরে বিতর্ক আছে আরও। আইপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। জুয়াড়িদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে তার জামাতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তার মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসও নিষিদ্ধ ছিল আইপিএলে। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠার পরই ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আদেশে ২০১৪ সালে ভারতীয় বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় শ্রীনিবাসনকে। ক্রিকেটের বাইরেও এই শিল্পপতির বিরুদ্ধে নানা সময়ে অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির। মনোহর ভারতীয় হয়েও বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে কাজ করেছেন। ভারতের ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে তার মনোমালিন্য তাই লেগেই ছিল। শ্রীনিবাসন যেমন মনোহরকে বলছেন কুচক্রী।“ তার বিদায় ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য স্বস্তির। শশাঙ্ক কখনোই লড়াইয়ে টিকে থাকার লোক নয়। ২০১৫ সালে সে ভারতীয় বোর্ড ছেড়েছে চরম দুর্যোগের সময়। এখন মহামারীর মধ্যে আইসিসি ছেড়ে পালাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি যে এমন লোক আর আইসিসিতে নেই।”মনোহরের পরিবর্তে আপাতত আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা। পরে নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করা হবে নতুন চেয়ারম্যান। সেখানে জোরেসোরে শোনা যাচ্ছেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ও ভারতীয় বোর্ডের বর্তমান প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলির নাম।

‘বার্সার আক্রমণে বৈচিত্র্য প্রয়োজন’

ম্যাচের পর ম্যাচে বার্সেলোনার আক্রমণের সেই একই পরিকল্পনা-অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে পাসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙা। বল দখলে আধিপত্য ঠিকই দেখাচ্ছে তারা; কিন্তু পাচ্ছে না যথেষ্ট গোলের দেখা। একসঙ্গে জ্বলে উঠতে পারছে না তাদের আক্রমণভাগ। ফলে পয়েন্ট হারাতে হচ্ছে নিয়মিত। আক্রমণে সৃজনশীলতার অভাবে কাতালানদের ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করেন ক্লাবটির সাবেক মিডফিল্ডার রিভালদো।

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় ছয় ম্যাচের তিনটিতে পয়েন্ট হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে বার্সেলোনা। সবশেষ দুই ম্যাচে সেল্তা ভিগো ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে দুবার এগিয়ে গিয়েও ড্র করে কিকে সেতিয়েনের দল। আর এর এক ম্যাচ আগে সেভিয়ার সঙ্গে করে গোলশূন্য ড্র।

প্রতিটি ম্যাচেই দেখা গেছে বল দখলে আধিপত্য করেছে বার্সেলোনা। কোনো কোনো ম্যাচে তো দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় বল ছিল তাদের পায়ে। তারপরও আক্রমণে ভুগতে হয় দলটিকে। রিভালদোর মতে, এর অন্যতম কারণ হলো লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আক্রমণের ধরন বড় বেশি অনুমেয়। প্রতিপক্ষ আগে থেকে জানে, তাদের সামনে কী আসতে যাচ্ছে।

এতদিন এই মন্ত্রেই তারা সাফল্য পেয়েছে বটে, তবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় খেলার ধরনে পরিবর্তন আনাটা জরুরি বলে মনে করছেন রিভালদো। বেটফেয়ারে গত বুধবার নিজের লেখা কলামে বার্সেলোনাকে অননুমেয় উপায়ে আক্রমণ সাজানোর তাগিদ দিলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার।

“বার্সেলোনা বল দখলে আধিপত্য দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা খুব সামান্যই তাদের কাজে লাগছে। কখনও কখনও প্রতিপক্ষের কাছে তারা অনুমেয় হয়ে উঠছে। স্কোয়াডে খুব কম খেলোয়াড়কে দেখছি, যারা দূর থেকে গোল করতে পারে। তাই দলটিকে সৃজনশীল ফুটবল খেলতে হবে, যেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে বিভ্রান্ত করতে পারে।”

ফরোয়ার্ডদের নিয়মিত গোল না পাওয়াটা খুব ভোগাচ্ছে গত দুইবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। লিগ ফেরার পর প্রথম দুই ম্যাচে জালের দেখা পাওয়া লিওনেল মেসি পরের তিন ম্যাচে গোল পাননি। অবশেষে আতলেতিকোর বিপক্ষে স্পট কিকে ৭০০ ক্যারিয়ার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

আর এখানেই দীর্ঘদিনের বহুল আলোচিত একটি বিষয় উঠে আসে, মেসির ওপর অতি নির্ভরতা। রিভালদো মনে করেন, রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের ওপর দলের এই অতি নির্ভরতা কমাতে হবে।

“বার্সেলোনা সবসময় লিওনেল মেসির জাদুর ওপর নির্ভর করতে পারে না। সে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছে, যা বিস্ময়কর এবং প্রমাণ করে খেলোয়াড় হিসেবে সে কতটা দুর্দান্ত। সে সবসময় তার ভক্তদের আনন্দে ভাসায়। কিন্তু সে একা পুরো দলকে টানতে পারবে না।”

সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে জোড়া গোল করা লুইস সুয়ারেস আতলেতিকোর বিপক্ষে ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। আরেক ফরোয়ার্ড অঁতোয়ান গ্রিজমানকে বদলি নামানো হয় নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে ব্যাপক। রিভালদোর কাছেও বিষয়টি বেশ অদ্ভুত ঠেকছে।

“বুঝতে পারছি না, ফ্রান্সের একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বছরের পর বছর ধরে আতলেতিকোর সাবেক তারকা এবং লাখ লাখ ইউরো খরচ করে কেনা খেলোয়াড়কে কেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের শেষ মিনিটে নামতে হয়।”বার্সেলোনার বেঞ্চও যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে মনে করেন রিভালদো।

“আবার, কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হলে ম্যাচের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করাও ঠিক নয়। কারণ, এমনটা আশা করা উচিত নয় যে গ্রিজমান ৯০তম মিনিটে নেমে ব্যবধান গড়ে দেবে।”

করোনাভাইরাসের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর পুনরায় শুরু হওয়া লিগের শুরুতে রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ধারাবাহিক ব্যর্থতায় তারা হাতছাড়া করেছে শীর্ষস্থান।

৩৩ ম্যাচে ২২ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ২১ জয় ও সাত ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০।

রিয়ালের সাফল্যের মূলে ‘টিম স্পিরিট’

গেতাফের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পুরো ম্যাচে ঘাম ঝরাতে হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতেও দিতে হয় কঠিন পরীক্ষা। নির্ধারিত সময়ের ১১ মিনিট বাকি থাকতে সের্হিও রামোসের স্পট কিক গড়ে দেয় ব্যবধান। লিগের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আরেকটি কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ের পর রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদান জানালেন, ‘টিম স্পিরিট’ এর জোরেই সাফল্যের পথে হাঁটছে তারা।আলফ্রেদো দে স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেছে রিয়াল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে মাদ্রিদের দলটি ৪ পয়েন্ট এগিয়ে আছে এখন, বাকি আর পাঁচ রাউন্ড।ম্যাচের শুরুতে বল দখলে রিয়াল এগিয়ে থাকলেও আক্রমণে আধিপত্য ছিল গেতাফের। পুরো ম্যাচেই রিয়ালের কঠিন পরীক্ষা নেয় দলটি। অবশেষে ৭৯ মিনিটে ‘ডেডলক’ ভাঙেন রামোস। দানি কারভাহাল ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল। ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁত স্পট কিকে জয়সূচক গোলটি করেন অধিনায়ক।ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় দল মূল্যবান ৩ পয়েন্ট পাওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন জিদান।“আমরা আজ খুব খুশি হতে পারি। কারণ আমরা এমন একটি দলের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য কাজ করেছি, যারা আমাদের অনেক সমস্যায় ফেলেছিল। আমাদের টিম স্পিরিটের কারণে আমরা জয় পেয়েছি।”“আমাকে ও খেলোয়াড়দের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ম্যাচগুলোয় আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা যা করছি, তা সহজ নয়। কষ্ট ছাড়া কিছু অর্জন করা যায় না।”

বার্সেলোনা গত মঙ্গলবার আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ২-২ ড্র করায় রিয়াল জানত, গেতাফেকে হারালে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের থেকে অনেকটা এগিয়ে যাবে তারা। করোনাভাইরাস বিরতির পর ৬ পয়েন্ট হারিয়েছে বার্সেলোনা। এই সময়ে রিয়াল জিতেছে তাদের ছয় ম্যাচেই।

কারভাহাল জানালেন, পুনরায় শুরুর পরই তাদের সামনে লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছিলেন কোচ।“বিরতির পর কোচের বার্তা ছিল, আমাদের ১১টি ফাইনাল বাকি এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে ৩৩ পয়েন্ট তুলে নেওয়ার। আমরা সেই পথে আছি।”

সালাহ-মানেদের খেলায় ‘সন্তুষ্ট’ গুয়ার্দিওলা ও ক্লপ

শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পরের ম্যাচেই ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লিভারপুলের পারফরম্যান্স ছিল দৃষ্টিকটু। তবে শিষ্যদের প্রচেষ্টায় কোনো কমতি দেখছেন না চ্যাম্পিয়নদের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মাঠে মনোযোগের ঘাটতি দেখেননি।ম্যানচেস্টারের ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ম্যাচ জুড়ে ক্ষুধার্ত ও আরও ভালো করতে মরিয়া ছিল স্বাগতিকরা। প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া দলটি ম্যাচ জেতে ৪-০ ব্যবধানে। শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার এক সপ্তাহ পর নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বড় ব্যবধানে হারের তেতো স্বাদ পায় লিভারপুল। নিজেদের মানের ধারে-কাছেও ছিল না তাদের পারফরম্যান্স।রেকর্ড ৭ ম্যাচ হাতে রেখে ৩০ বছর পর লিগ শিরোপা জেতা দলটির আসরে এটি ছিল দ্বিতীয় হার।উৎসবের আমেজে থাকাই কি দলের হারের কারণ?-এমনটা অবশ্য মনে করেন না লিভারপুল কোচ ক্লপ। ম্যাচ শেষে বরং শিষ্যদের প্রশংসাই করলেন তিনি।“আমরা মনোযোগী ছিলাম না, এভাবে যদি গল্প দাঁড় করাতে চান, করতে পারেন। আমি আমার দলের মনোভাবে খুশি। তাদের মধ্যে দারুণ প্রচেষ্টা দেখেছি, দেখেছি সর্বোচ্চটা দিয়ে ছেলেদের লড়ে যেতে।”

“সত্যি বলতে, এর সঙ্গে গত সপ্তাহের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকটা পরাজয় যেভাবে আঘাত করে, এটাও তেমনি করেছে।”

ম্যাচ শুরুর আগে লিভারপুলকে ‘গার্ড অব অনার’ দেয় সিটি। গত দুবারের চ্যাম্পিয়নদের চেয়ে অনেক খানি এগিয়ে থেকেই শিরোপা জিতেছে ‘অল রেড’ নামে পরিচিত দলটি। তারপরও দলটির বিপক্ষে এভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় অবাক নন জার্মান কোচ।“বিশ্বে যদি কোনো দল থেকে থাকে যারা আমাদের এভাবে উড়িয়ে দিতে পারে, সম্ভবত সেই দল সিটি। কিছু বিষয়ে উন্নতি করে আমরা ঘুরে দাঁড়াব।”সিটি কোচ গুয়ার্দিওলাও মনে করেন না যে ম্যাচে কোনো রকম ‘আত্মতুষ্টিতে’ ভুগছিল লিভারপুল। উৎসবের আমেজেও ছিল না তারা।“আমি ম্যাচে তাদের দারুণ মনোযোগী দেখেছি। তারা প্রাণবন্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে জয়ের তাড়না ছিল। প্রথম মিনিট থেকেই তারা পুরোপুরি মনোযোগী ছিল।”

ফের মাঠের বাইরে বার্সেলোনার উমতিতি

চোট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না সামুয়েল উমতিতির। আবারও দলের বাইরে ছিটকে গেছেন বার্সেলোনার এই ডিফেন্ডার।এক বিবৃতিতে শুক্রবার ২৬ বছর বয়সী এই ফুল-ব্যাকের বাঁ হাঁটুতে চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি এই ফুটবলার কবে নাগাদ দলে ফিরবেন, তা জানানো হয়নি।করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রায় তিন মাস ফুটবল বন্ধ থাকার সময় উমতিতি ছিলেন চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে। লিগ পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরলেও দ্বিতীয় দিনে ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়ে আবার যান ছিটকে। ফিরে দুই ম্যাচে খেলে আবারও মাঠের বাইরে চলে গেলেন তিনি।গত কয়েক মৌসুম ধরেই হাঁটু ও পায়ের পাতার সমস্যায় ভুগতে থাকা উমতিতি চলতি মৌসুমে কাতালান দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে খেলেছেন ১৮টি ম্যাচ।আগামী রোববার লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই ম্যাচে তার খেলার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।শিরোপা দৌড়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। ৩৩ ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৭৪। গত দুবারের চ্যাম্পিয়নরা ৭০ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে।

বার্সেলোনা ছাড়তে চান মেসি?

লিওনেল মেসিকে তার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে চায় বার্সেলোনা। সেই লক্ষ্যে সময়ের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ডের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের আলোচনা শুরু করেছিল ক্লাবটি। স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সেরের দাবি, ওই আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা।সবশেষ ২০১৭ সালে বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তি করেন মেসি। চুক্তিটির মেয়াদ ২০২০-২১ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত। কাদেনা সেরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেসি ও তার বাবা হোর্হে ওই চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আলোচনা শুরু করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই নাকি তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাম্প নউয়ে আর থাকতে চান না মেসি।ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু ঘটনায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মেসি।গত কয়েক মাসে গণমাধ্যমের খবরে তুলে ধরা হয়েছে যে ক্লাবের অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনার পেছনে মেসির হাত আছে; যেমন জানুয়ারিতে সাবেক কোচ এরনেস্তো ভালভেরদের ছাঁটাই। বর্তমানের দলের মান নিয়েও নাকি সন্তুষ্ট নন তিনি। আর সবশেষ বর্তমান কোচ কিকে সেতিয়েনের সঙ্গে মতভেদের খবর পরিষ্কারভাবেই সামনে এসেছে।রেডিওটির এমন খবরের প্রেক্ষিতে মেসি বা তার প্রতিনিধি কিংবা বার্সেলোনার পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য আসেনি।গত ২৪ জুন ৩৩ বছর পূর্ণ করা মেসি তিন দিন আগে মঙ্গলবার আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ৭০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন। অধিনায়কের বিশেষ প্রাপ্তির ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করলে শিরোপা লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা।গত বৃহস্পতিবার গেতাফেকে ১-০ গোলে হারিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ।ক্যারিয়ার জুড়ে স্বল্পভাষী হিসেবে পরিচিত মেসিকে গত বছর থেকে অন্য রূপে দেখা যাচ্ছে। ক্লাবের নানা সমস্যার বিষয়েও প্রকাশ্যে তাকে কথা বলতে দেখা গেছে।গত জানুয়ারিতে ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর এরিক আবিদাল দাবি করেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি। ইনস্টাগ্রামে তার এমন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন মেসি। পরিস্থিতি সামাল দিতে দুজনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়েছিল ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউকে।আবার গত ফেব্রুয়ারিতে, মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানান, এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার সামর্থ্য নেই বার্সেলোনার।এর আগেও অনেক সময় নানা কারণে মেসির ক্লাব

নারী সংক্রান্ত অপরাধের প্রতিবাদে বিলোনীয়ায় নারী সমিতির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ অক্টোবর।। উত্তর প্রদেশে হাথরস ১৯ বছরের দলিত তরুনী মনীষা বাল্মীকির গনধর্ষনে মৃত্যুর পর যুবতীর নিথর দেহ ছিনিয়ে নিয়ে যোগীর পুলিশ পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে সহ জোট শাসনে ত্রিপুরারতেও নারী গঠিত অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনার বৃদ্ধির প্রতিবাদে গর্জে উঠলো বিলোনিয়ার বামপন্থী নারী সমিতি। নিরাপত্তাহীন দেশ ও রাজ্যের নারীরা। হত্যা মানবিকতা হোক প্রতিবাদ। এই স্লোগানকে সামনে রেখে রবিবার বিলোনিয়াতে সংগঠিত হয় সাড়া জাগানো নারীদের মিছিল। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গন থেকে সংগঠিত হয় নারীদের নিরাপত্তা দাবিতে প্রতিবাদের বিক্ষোভ মিছিল। এই দিনের আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে সব বয়সের নারীরা অংশ গ্রহন করে নারীদের সুরক্ষার দাবীর আওয়াজ তূলে এবং বিভিন্ন নারী ঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে। মিছিলটি পার্টি অফিস থেকে বের হয়ে জগন্নাথ বাড়ি রোড , ব্যাঙ্ক রোড হয়ে এক নং টিলা সামনে থেকে আবার মিছিলটি ফিরে আসে দক্ষিণ জেলা জন গ্রন্থাগারের সামনে। সেখানে হয় সভা। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের রাজত্বে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। শুধু উত্তর প্রদেশ নয় সারা দেশে নারী ধর্ষন , খুন , নির্যাতনের মত ঘটনা বেড়ে চলছে। এর প্রতিবাদে নারীদের সুরক্ষার স্বার্থে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন নারী সমিতির বক্তারা।

এদিনের মিছিলে পা মেলান বামপন্থী নারী সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্যা খুকু ঘোষ , বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রত্মা দাস , নারী নেত্রী শেফালী মজুমদার , জোস্না দাস সহ অন্যান্য নারী নেত্রীরা।

করোনা আবহে চলছে দুর্গামার বরণ করে নেওয়ার পালা। ছবি-নিজস্ব।

পুঞ্চে সংঘর্ষবিরতি লংঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.): করোনা মহামারীর জেরে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে গোটা বিশ্ব।কিন্তু নিজের অভ্যাস থেকে পিছু হটবে না পাকিস্তান।সীমান্ত সন্ত্রাস থেকে শুরু করে কাশ্মীরে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর প্রচেষ্টায় সদা তৎপর ভারতের এই প্রতিবেশী দেশ। রবিবার ভোরেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।এদিন ভোর ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে পুঞ্চের সীমান্তবর্তী এলাকা মানকোট সেক্টরে গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। এমনকি ভারতীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করেও চলে গোলাবর্ষণ। ব্যাপক মর্টার শেলিং করেছে পাকিস্তান। পালটা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে মর্টার শেলিং করার পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলে গোলাবর্ষণ। গোলাবর্ষণের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে ভারতীয় গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় বাংকারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই গুলি বিনিময় হয়।হতাহতের এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত বর্ষীয়ান বিজেডি প্রদীপ মহারাথী

ভুবনেশ্বর, ৪ অক্টোবর (হি. স.): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা মারণ দৌরাত্ম্য। দেশজুড়ে প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার করাল গ্রাস থেকে ছাড় নেই রাজনীতিবিদদেরও। শনিবার গভীর রাতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওড়িশার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা রাজ্যের শাসকদল বিজেডির বিধায়ক প্রদীপ মহারাথী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫। গত ১৪ সেপ্টেম্বর শরীরে করোনা সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রদীপ মহারাথী। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফের অসুস্থতা বোধ করায় তাকে হাসপাতালে পুনরায় ভর্তি করা হয়। বিগত কয়েকদিন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল তাকে। শনিবার সকালে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে হাসপাতালে চিকিৎসক এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। কিন্তু চিকিৎসকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো যায়নি প্রদীপ মহারাথীকে। শনিবার গভীর রাত ২ টো ৩৬ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রদীপ মহারাথী।তার নশ্বর দেহকে দলীয় কার্যালয় এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে রবিবার সকালে বিধানসভা ভবনেও তার নশ্বর দেহকে আনা হয়। সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিধানসভার অধ্যক্ষ এসএন পাত্র, বিধানসভা বিষয়ক মন্ত্রী বিক্রম কেশরী আরুষ। তার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র।

প্রয়াত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন সাংসদ ব্যালচন্দ্র যাদব

গুরুগ্রাম, ৪ অক্টোবর (হি. স.): প্রয়াত উত্তরপ্রদেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন সাংসদ ব্যালচন্দ্র যাদব। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন। রবিবার সকালে গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মৃত্যুকালে তার

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত নির্মাণ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। গোমতী জেলার উদয়পুর হাসপাতাল রোডে কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক নির্মাণ শ্রমিক। অন্যান্য শ্রমিকদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে আহত নির্মাণ শ্রমিক রাজমিস্ত্রির সাথে কাজ করছিল। কাজ করার সময় হঠাৎ উপর থেকে নিচে পড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

ভাল্লুকের আক্রমণে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর।। ভাল্লুকের কামড়ে আহত এক উপজাতি যুবক। ঘটনাতো তৈদু থানাধীন বাতা পাড়া গভীর জঙ্গলে। শনিবার বিকেল নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। আহত যুবকের নাম জিতেন রিয়াং। তৈদু থানাধীন সিংলোম এলাকার বাসিন্দা জিতেন রিয়াং এবং রাইখো সাং রিয়াং দুই ভাই মিলে বাতা পাড়ার গভীর জঙ্গলে যায় বাস আনার জন্য। কিন্তু বিকেল নাগাদ তাদের সঙ্গে থাকা একটি কুকুর চিৎকার করে ছোটাছুটি শুরু করে। এমন সময় একটি কালো রংয়ের জংলি ভাল্লুক জিতেন রিয়াংকে আক্রমণ করে। ভাল্লুকের কামড়ে আহত হয় জিতেন রিয়াং। অন্যদিকে জিতেন এর সঙ্গে থাকা তার ভাই রাইখো সাং রিয়াং পালিয়ে যায়। পরে এই খবর চাউর হতেই সিংলোম এলাকার মানুষজন বাতাপারা জঙ্গলে গিয়ে আহত জিতেন রিয়াংকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহত জিতেন রিয়াং তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া সোনাপুরে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চেক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বিদ্যুৎকর্মীর। মৃত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম সুশান্ত গোস্বামী। কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সোনাপুর এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে পড়েছিল। সেটি সারাইয়ের কাজে গিয়েছিল বিদ্যুৎ কর্মীরা।সারা এর কাজ করার সময় প্রশান্ত গোস্বামী নামে ওই বিদ্যুৎকর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এদিকে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জগহরি মুড়ায় নিজ বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

বুলেরো গাড়ি থেকে বিস্তর পরিমানে সেগুন কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সিপাহী জলা জেলার যাত্রাপুর থানার পুলিশ গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে ওত পেতে বসে থেকে একটি বোলেরো গাড়ির শহর প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনদস্যুরা বেআইনিভাবে গাছ কেটে কাঠ পাচার করার চেষ্টা করছিল।সেই খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার ওসি যতীন দাসের নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী গভীর রাতে ওত পেতে বসে থেকে গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হয়। গাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। কাটোয়ার করা সম্ভব হলেও কাঠ পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। গাড়িসহ কার্ড গুলি যাত্রাপুর থানার পুলিশ বনদপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে। এ ব্যাপারে যাত্রাপথ থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রতিনিয়ত বনদস্যুরা গাছ কেটে গাছের লক এবং কাঠ পাচার করে চলেছে।শুধু রাজ্যেই নয় রাজ্যের সীমানা পার করে আন্তর্জাতিক বাজারেও রাজ্যের মূল্যবান সম্পদ পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। বনদপ্তর বনদস্যুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক বনকর্মীর অভাবে সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে বনদপ্তর এর কর্মীরা।সে কারণেই বনদপ্তর এর পাশাপাশি পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী ও এইসব বনদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে যাত্রাপুর থানার ওসি যতীন দাস জানিয়েছেন।

কমলাসাগরে চুরির ঘটনা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন স্থানীয় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ অক্টোবর।। পরপর চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগর বিধানসভার জনগণের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। উল্লেখ্য বেশ কয়েকদিন ধরে গোটা কমলাসাগর বিধানসভায় চুরি ছিনতাই এর মত ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে চলছে। রেহাই পাচ্ছে না গরীব অসহায় পরিবারগুলোও। প্রতিরাতে একের পর এক বাড়িতে হানা দিচ্ছে চোরের দল। একাংশ জনগণের অভিযোগ করোণা আবহে যখন কাজকর্ম হারিয়ে ঘরবন্দী তখন আবার মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানির কিস্তির চাপে দিশাহীন হয়ে চুরি ছিনতাই এর মত ঘটনা সংঘটিত করছে। গতকাল রাতেও বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর এলাকায় এক বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল।লুট করে নিয়ে যায় নগদ টাকাসহ স্বর্ণালঙ্কার। বাড়ির মালিক লিটন মিয়া জানান ঘরের পেছনের জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে গাড়ির ফাইন্যান্সের জন্য জমানো ৩০ হাজার টাকা সহ দের বুড়ি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায় চোরের দল। প্রতিনিয়ত চুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় গোটা কমলাসাগর বিধানসভায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রু শরণার্থীদের পুণর্বাসনের জন্য চিহ্নিত জমি নিয়ে মতবিরোধী কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৪ অক্টোবর।। গত ১ অক্টোবর লাল জুরী আর ডি ব্লকের পূর্বদিকে নন্দীগ্রাম পাড়া ।ঐএলাকার ফরেস্ট বিট অফিসার রতন দাস সরকারি অর্ডার পান। মিজোরাম থেকে আগত ব্রু শরণার্থীদের ওই এলাকায় পুর্নবাসন দেওয়া হবে। বন দফতর হইতে অর্ডার দেন ওই এলাকার গাছগুলি মার্কা মারার জন্য।তাই রতন বাবু চলে যান গাছগুলিতে মার্ক করা শুরু করলে। এলাকার কিছু লোক এসে ওনাকে আটক করেন। ফরেস্টার বাবু সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে রেঞ্জার বাবুকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে এস ডি পি ও বিক্রম জিৎ শুক্লা দাস এবং ওসি পরিতোষ দাস পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এবং ফরেস্টার বাবুকে উদ্ধার করে রেঞ্জার এবং এস ডি এ পু হাতে তুলে দেন ।কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে রেঞ্জার বিব্রত মারাক ফরেস্টার কে মারধর করেন বলে কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা করেন।পুলিশ প্রেমানন্দ নাথ নামে এক ব্যক্তিকে এরেস্ট করে।কাঞ্চনপুর আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল ওই আসামি জামিন না পাওয়ায়। আজ কাঞ্চনপুর হতে জলে ভাসা যাওয়ার রোডে লালজুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে রাস্তায় পথ অবরোধ করেন। লালজুরী এলাকাবাসী তাদের তিন দফা দাবি।প্রেমানন্দ নাথ এর নামে মামলা প্রত্যাহার করা, ফরেস্টার বাবু নামে শ্রীলতাহানি মামলা তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি , মিজোরাম থেকে আগত ব্রো শরণার্থীদের নন্দী রামপাড়া ও বিক্রম জয়পাড়া পূর্ণবাসন প্রত্যাহার করতে হবে।

আগুনে ভষ্মিভূত বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর।। খোয়াই থানা এলাকার পূর্ব গনকি এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বসতবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের নাম সতীশ দেবনাথ।জানা গেছে বাড়ির লোকজন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে হঠাৎ ঐ বসতঘরে আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে আগুন আয়ত্তে আনে। তবে ততক্ষনে বসতবাড়ী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক সতীশ দেবনাথ পেশায় একজন দিনমজুর।অগ্নিকান্ডে বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আজ সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।অগ্নিকান্ডে বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

অসমে নতুন ১৬৩২ জনকে নিয়ে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৮৫৪৪৪, পজিটিভের হার ৪.৮৫ শতাংশ, মৃত্যু মোট ৭৩৫ জনের

গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ১,৬৩২ জনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নতুন আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা ১,৮৫,৪৪৪-এ গিয়ে পৌঁছেছে। এই সময়কালে মোট ৩৩,৬৫৬টি কোভিড টেস্টে এঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া তিনি জানান, গতকাল রাত পর্যন্ত ১,৮১৩ জন রোগী করোনা জয় করে বাড়ি ফিরে গেছেন। এ নিয়ে করোনাকে জয় করে সুস্থ হয়েছেন মোট ১,৫০,৭৭৩ জন। তবে দুর্ভাগ্যবশত গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নিয়ে নিহতের মোট সংখ্যা ৭৩৫-এ বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া এখনও কোভিড আক্রান্ত সক্রিয় ৩৩,৯৩৩ জন রোগী রয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

গতকাল রাতে তাঁর অফিশিলায় টুইট হ্যান্ডলে এই তথ্য দিয়ে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, পজিটিভদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মহানগর জেলায় ৩৮৭ জন, যোরহাট জেলায় ১৪০ জন এবং ডিব্রুগড় জেলায় ১১৮ জন রয়েছেন।

এদিকে এই খবর লেখা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গোটা অসমজুড়ে বিভিন্ন জেলায় কোভিড সংক্রিমত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। নিহতদের প্রতি গভীর শোক জানিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। তিনি নিহতদের একটি তালিকাও তাঁর টুইট হ্যান্ডলে প্রকাশ করেছেন।

নিহতরা যথাক্রমে কাছাড়ের মনোরঞ্জন দেব (৮৭), ডিব্রুগড়ের সুজিত কুমার দে (৬৭), কামরূপ মেট্রোর দুজন পূজারি রায় (৬৪) ও মণিরাম শইকিয়া (৮৪), নগাঁওয়ের সুবলচন্দ্র দেব (৭০), নলবাড়ির তারকেশ্বর চক্রবর্তী (৪৯), কামরূপ গ্রামীণ জেলার গজেন্দ্র কলিতা (৬৫), যোরহাটের তিনজন তারণকান্ত বরা (৮২), জয়ন্ত বরা (৫৪) ও পঞ্চানন গগৈ (৬৩), শিবসাগরের কনক চাংমাই (৭৫), লখিমপুরের রানি দোলে (২২), কারবি আংলঙের স্বপন চক্রবর্তী (৫২) এবং নলবাড়ির ধনজিৎ ডেকা (৩৭)।

হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে ফের উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। রবিবার সকালে মায়াবতী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জেলাশাসকের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে নিগৃহীতার পরিবার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বিষয়ে রহস্যজনক ভাবে নীরব উত্তরপ্রদেশ সরকার। বিতর্কিত জেলাশাসকের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা না নিয়ে সিবিআই তদন্ত কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মায়াবতী। পাশাপাশি তিনি রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন মায়াবতী। ওদিন রাতে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই ধর্ষণকাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন মায়াবতী।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত হোক, দাবি বিএসপির

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে উত্তাল গোটা দেশের রাজনৈতিক মহল। নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা এবং রাহুল গান্ধী। শনিবার রাতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নয় উত্তরপ্রদেশের অন্যতম বিরোধীদল বিএসপি। রবিবার সকালে বিএসপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সুধীন্দ্র ভাদরিয়া জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত হোক।সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী।কিন্তু তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্তের কথা বলেছিলেন। নিগৃহীতার পরিবার, সাধারণ মানুষ এবং সমাজের জন্য এই তদন্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে করা দরকার। আর তা করতে গেলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধান থাকাটা বাঞ্ছনীয়।হাথরাস গণধর্ষণকাণ্ডে দেশবাসী রেগে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে উঠছে।অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই ধর্ষণ কাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিবিআই এর কাছে এই মামলা তুলে দিয়েছেন।

বারামুল্লায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান নিরাপত্তা বাহিনীর

শ্রীনগর, ৪ অক্টোবর (হি. স.): রবিবার ভোরে জঙ্গিদের খোঁজে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার নাওপোড়া সেক্টরে যৌথ অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের জওয়ানরা। সামরিক পরিভাষায় এই ধরনের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন বলা হয়। অর্থাৎ ঘিরে ধরে তল্লাশি চালানো। গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালায় জওয়ানরা। গোটা গ্রামে আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করে এই তল্লাশি অভিযান চলে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে যে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়েই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে।যদিও এখনো পর্যন্ত কোন জঙ্গির খোঁজ সেখানে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ করতে সচেষ্ট পাকিস্তান। ক্রমাগত জঙ্গিদের দিয়ে চলেছে ভারতের এই প্রতিবেশী দেশটি। অন্যদিকে ব্যাপকভাবে সতর্ক ভারত।

তেলিয়ামুড়া বাজারে দোকানে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া থানার নাকের ডগায় রাতের অন্ধকারে ৩ টি দোকানে ভাঙচুর চালাল দুষ্কৃতিরা। পুলিশ বাবু দের ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে জনমনে প্রশ্ন। তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত অম্পি চৌমুহনী, সেখানেই ছোট একটি পানের দোকান ছিল রামকৃষ্ণ রায়ের। দীর্ঘ বছর ধরে পান বিক্রয় করে সংসার প্রতিপালন করে আসছেন রামকৃষ্ণ রায়। শনিবার রাতের অন্ধকারে সেই দোকানে ভাংচুর চালায় দুষ্কৃতিরা। শুধু তাই নয় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা তেলিয়ামুড়া থানার অদূরে থাকা আরো একটি পানের দোকান এবং একটি চায়ের দোকানে ভাঙচুর চালায় দুস্কৃতিকারীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তেলিয়ামুড়া শহর জুরে। প্রশ্ন উঠছে থানার অদুরে দুষ্কৃতিরা কি ভাবে এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত করেছে?

নেশাগ্রস্ত যুবক আটক মোহনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সিধাই থানা এলাকার মুড়াবাড়ি এলাকার লোকজন নেশাগ্রস্ত যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মুরাবারি এলাকার লোকজন গতকাল রাতে দুই যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

খোয়াই নদীতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাছের পোনা ছাড়া হল

নজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর।। গতকাল তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাটস্থিত মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ের উদ্যোগে চাকমাঘাট সংলগ খোয়াই নদীতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাছের পোনা ছাড়া হয়। উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস রায়, সদস্য নিরোদ বরণ দাস, খোয়াই জেলার মৎস্য দপ্তরের উপ অধিকর্তা ক'ষ্ণ হরি ত্রিপুরা, তেলিয়ামুড়ার মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক বিভাস বিশ্বাস প্রমুখ। তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস রায় অনুষ্ঠানে বলেন মহকুমার অনেক মানুষ মৎস্যচাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। খোয়াই নদীতে আজ যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে, তাতে আগামী দিনে এই মৎস্যজীবিরা উপক'ত হবেন। বর্তমান রাজ্য সরকার মাছচাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে এবং রাজ্যকে মৎস্যচাষে স্বয়ংসম্পর্ণ করতে বদ্ধ পরিকর।

বিদ্যাসাগর বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর পল্লীতে একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।দোকানের দরজা ভেঙ্গে চুরে দল দোকান থেকে নগদ টাকা এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। দোকানের মালিকের নাম নিরঞ্জন দেব।রবিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দোকানের মালিক নিরঞ্জন দেব লক্ষ্য করেন তার দোকানের দরজা ভাঙ্গা। তাতেই তার মাথায় বাজ পরার উপক্রম। ভিতরে ঢুকে লক্ষ্য করেন কেশ বাক্সের তালা ভাঙ্গা। দোকানের বিভিন্ন জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পরে রয়েছে। প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। ক্যাশবাক সে নগদ আট হাজার নগদ টাকা ছিল। নগদ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে চোরেরা।এব্যাপারে দোকানের মালিক নিরঞ্জন দেব কলেজ টিলা আউটপোস্ট এ অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ টিলা আউটপোস্ট এর পুলিশ ছুটে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।যোগেন্দ্র নগর এর বিদ্যাসাগর পল্লীতে মুদির দোকানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিশালগড় সংযোজন ঃ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা উপর্যপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।বিশালগড় টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিশালগড় টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার লিটন মিয়ার বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। গভীর রাতে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আলমারি এবং ঘট ভেঙ্গে নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং সোনা গয়না হাতিয়ে নিয়ে যায়।মেয়ে বিয়ের জন্য নগদ টাকা এবং সোনা গয়না ঘরে মজুদ রখা হয়েছিল বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।গরিব পরিবারে এই চুরির ঘটনাকে

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।